CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 August 2021 ■ আগরতলা ২৭ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১০ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাবুল বিমানবন্দরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মৃত্যু কমপক্ষে ৫০

কাবুল, ২৬ আগস্ট (হি.স.)।। বৃহস্পতিবার ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটল কাবুল বিমান বন্দরের কাছে। মৃত্যু বেড়ে অন্তত ৫০ জন হয়েছে। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর স্কাই নিউজ সূত্রে। আহত বহু। বিমান বন্দরের তালিবান রক্ষীরাও আহত হয়েছে। আফগানিস্তানে তালিবানের অন্যতম শত্রু হল ইসলামিক স্টেট খোরাসান। তালিবানের এক মুখপাত্র বলেন, আমাদের রক্ষীরাও জীবন বিপন্ন করে বিমান বন্দর পাহারা দিচ্ছে। যে কোনও সময় আইসিস তাদের আক্রমণ করতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ওই বিস্ফোরণ সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তিনি নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

পেন্টাগন সূত্রে খবর, কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পূর্ব গেটের সামনে ঘটে প্রথম বিস্ফোরণ। তারপরের বিস্ফোরণটি ঘটে ব্যারন হোটেলের

সামনে। তার কিছুক্ষণের পরই ব্রিটিশ ও মার্কিন সেন ছাউনির পাশে আরও এক বিস্ফোরণ ঘটে বলে খবর। এই ঘটনায় অন্তত ৩০ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃত্যু হয়েছে চার মার্কিন জওয়ানের। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিকে, শেষ পাওয়া খবরের মতে জঙ্গিদের সঙ্গে মার্কিন সেনার গুলির লড়াই চলছে। সংঘর্ষে তিন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। তার আগে নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে কাবুল বিমানবন্দরে যাওয়া ইটালির বিমান লক্ষ্য করে গুলি চালায় তালিবান জঙ্গিরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কবুলয়ে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

এর মধ্যে মার্কিন কংগ্রেসের একদল সদস্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, তালিবান যেন পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে না পারে। কারণ সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র যেতে পারে তালিবানের হাতে। পাকিস্তানের ওপরে তালিবানের প্রভাব বাড়ছে কিনা, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে আমেরিকাকে। মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সেনেটের ৬৮ জন সদস্য চিঠি দিয়ে বাইডেনের কাছে জানতে চেয়েছেন, আফগানিস্তান নিয়ে বাইডেনের পরবর্তী পরিকল্পনা কী। বাইডেনকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছে, তালিবান যদি আফগানিস্তানের সীমান্তে সেনা সমাবেশ ঘটায়, তাহলে আমেরিকা কী করবে? পাকিস্তানকে অস্থিতিশীলতা থেকে রক্ষা করার জন্য কী করবেন বাইডেন? এছাড়া কংগ্রেস সদস্যদের অভিযোগ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে কাঠ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। পাচারকালে কাঠ উদ্ধার হয়েছে। তেলিয়ামুড়া বন দফতরের কর্মীরা গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে চেবরি এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি মালবাহী অটো থেকে প্রচুর পরিমাণ কাঠ আটক করেছে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা বৃহস্পতিবার কাকভোরে অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকা মালবাহী টাটা অটো গাড়ি সহ প্রচুর পরিমাণ অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন চেবড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অবৈধ সেগুন চোরাই কাঠ বুঝাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দূর্ঘটনায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। বিশালগড় থানা এলাকার সুনামগঞ্জ বাজার এলাকার বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। আহত যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া একটা নাগাদ রাজু দেবনাথ নামে এক যুবক বাইক নিয়ে সুনামগঞ্জ বাজার থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীতি আয়োগের এসডিজি রিপোর্ট প্রকাশিত, জেলাভিত্তিক উন্নয়নের শীর্ষে সিকিম ও ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। নীতি আয়োগের এসডিজি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। জেলাভিত্তিক উন্নয়নের শীর্ষে সিকিম ও ত্রিপুরা রয়েছে। মূলত, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) পূর্বোত্তরের ৮ রাজ্যের মধ্যে সিকিম এবং ত্রিপুরার অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রমাণ মিলেছে। নীতি আয়োগের রিপোর্টে ১০৩ জেলায় ৬৪টি জেলা ফ্রন্টরানার শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। তাতে, সিকিম ও ত্রিপুরার সমস্ত জেলাই ফ্রন্ট রানার শ্রেণীতে রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেরা দশটি জেলার তালিকায় ত্রিপুরার ৮টি, সিকিমের দুইটি এবং মিজোরামের তিনটি জেলা স্থান পেয়েছে।

এসডিজি রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব সিকিম ৭৫.৮৭ পয়েন্টের সাথে প্রথম স্থানে রয়েছে। তেমনি ৭৫.৭৩ পয়েন্ট পেয়ে ত্রিপুরার গোমতি ও উত্তর জেলা দ্বিতীয় এবং ৭৫.৬৭ পয়েন্ট পেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তৃতীয় স্থান দখল করেছে। এসডিজি রিপোর্টে সেরা দশ বাদে অনুন্নয়নের নিরিখেও দশটি জেলাকে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

রিপোর্টে দেখা গেছে, মিজোরামের সারচিপ জেলা ৭৪.৮৭ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ, দক্ষিণ সিকিম ৭৪.৮০ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম, ৭৩.৪৭ পয়েন্ট পেয়ে ঊনকোটি জেলা ষষ্ঠ, ৭২.৮৭ পয়েন্ট পেয়ে মিজোরামের লুংলেই জেলা সপ্তম, ৭২.৬০ পয়েন্ট ধলাই ও সিপাহীজলা জেলা অষ্টম, ৭২.৪০ পয়েন্ট পেয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা নবম এবং ৭২.২৭ পয়েন্ট পেয়ে মিজোরামের কোলাসিব জেলা দশম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত ৯ জন নতুন বিচারপতি, ৩ জনই মহিলা

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.)।। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত হলেন ৯ জন নতুন বিচারপতি। এই ৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৩ জন মহিলা বিচারপতি। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ইতিমধ্যেই ৯ জন নতুন বিচারপতির নিয়োগে স্বাক্ষর করেছেন। শীঘ্রই সরকারিভাবে তা জানানো হবে। নতুন বিচারপতিরা হলেন-বিচারপতি বি ভি নাগারাথনা, যিনি ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরে দেশের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হতে পারেন। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত হয়েছেন বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তীর্ণ সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা ডেপুটেশন দিলেন শিক্ষা ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। সর্বশিক্ষায় কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে যারা টেট পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা শ্যাম রাখি না কুল রাখি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সর্বশিক্ষা নিয়মিত করা হলে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পত্র গ্রহণ করবে না। কেননা তাতে তারা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা যারা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের জয়েনিং লেটারের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবিতে আজ শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আফগান-পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.)।। আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে সে বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অবগত করলেন জয়শঙ্কর। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল ও প্রহ্লাদ জোশি। আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের কী ভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কত জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানান জয়শঙ্কর।

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের অবগত করেছি আমরা। উদ্ধারকাজের দিকেই আমাদের মনোযোগ রয়েছে, মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সমস্ত কিছু করছে সরকার।' এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তানে ভারতের রাষ্ট্রদূত রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন ও বিদেশ সচিব হর্ষ শ্রিংলা। কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বলেছেন, 'এটা সমগ্র দেশের সমস্যা। দেশের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের। তাঁরা আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের একই দৃষ্টিভঙ্গি।'

গত ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে তালিবান। এই মুহূর্তে আফগানিস্তান তালিবানদের দখলে। আফগানিস্তান ছাড়ার জন্য হিড়িক পড়ে গিয়েছে মানুষজনের মধ্যে। ভারতীয়দের পাশাপাশি আফগানিস্তানের নাগরিকরাও সে দেশ ছাড়ছেন। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ১৭৫ জন দূতাবাস কর্মীদের উদ্ধার করা হয়েছে, ২৬৩ জন ভারতীয় নাগরিক, হিন্দু ও শিখ-সহ ১১২ জন আফগান নাগরিক, অন্যান্য দেশের ১৫ জন নাগরিক, মোট ৫৬৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আফগানিস্তান থেকে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে নিজ ঘরেই এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬আগস্ট।। রহস্যজনক ভাবে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম আনন্দ দাস (৩৬)।মৃত ব্যক্তির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। অভিযোগের তীর মৃতব্যক্তির ছোট ভাইয়ের দিকে।অভিযুক্ত ছোট ভাই সুজন দাস(২৯) বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ঘটনা পানিসাগর থানাধীন পূর্ব জলে বাসার কেউরি এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার পানিসাগর থানাধীন পূর্ব জলে বাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের কেউরি এলাকার বাসিন্দা আনন্দ দাস পিতা নিরদ চন্দ্র দাস ও তার ছোট ভাই সুজন দাসের মধ্যে পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। গতকাল আনন্দ দাস তার বাবা নিরদ চন্দ্র দাসকে চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু বাবাকে হাসপাতাল নিয়ে যাবার পূর্বে মা ঝর্না দাসের সাথে একপ্রস্থ বাকবিতন্ডা করে যায় আনন্দ।

চিকিৎসক দেখিয়ে রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ বাবাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে আনন্দ।ঘরে ফিরায় পর নিজ বাবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অনেকটাই কমল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যু মিছিল চলছে সমানেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনায় দৈনিক সংক্রমণ এবার অনেকটাই কমল। কিন্তু দৈনিক মৃত্যু মিছিল সমানেই চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ১১৪ জন সুস্থও হয়েছেন। সংক্রমণের হার কমে দাড়িয়েছে ১.৬৫ শতাংশে। তবে আবারও মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। তাতে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১০৪৮ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১২৭৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫৬৫০ জনকে নিয়ে মোট ৬৯২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ২০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৯৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১১৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার কমে দাড়িয়েছে ১.৬৫ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১০৪৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮২৪৯৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়মিতকরণের আর্জি নিয়ে সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। নিয়মিতকরণের আবেদন নিয়ে এবার প্রধানমন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেন সর্ব শিক্ষার শিক্ষকরা। আজ সর্ব শিক্ষার শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি সজল দেব প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ইমেলে চিঠি পাঠিয়ে নিয়মিতকরণে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন। ওই চিঠির প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা সহ অন্যান্যদের দিয়েছেন তিনি। তাতে, প্রাক নির্বাচনী বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিলিপি জুড়ে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাই কোর্ট সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের নির্দেশ দিয়েছিল ত্রিপুরা সরকারকে। ছয় মাসের মধ্যে ওই আদেশ পালনের নির্দেশ রয়েছে আদালতের। কিন্ত, ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও ত্রিপুরা সরকার সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফলে, তাঁরা চরম হতাশাগ্রস্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আজ সর্ব শিক্ষার শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি সজল দেব এ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে, তিনি ভিশন ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি এবং আদালতের রায়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি সমস্ত বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিস্তারে জানিয়েছেন। ওই চিঠির প্রতিলিপি তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিজেপি সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বি এল সন্তোষ, বিজেপি প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর, বিজেপি সর্ব ভারতীয় সম্পাদক সুনীল দেওধর এবং বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহাকে দিয়েছেন।

ছিনতাইবাজদের কবল থেকে অল্পতে রক্ষা পেলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ আগস্ট।। আবারো ছিনতাই-বাজদের হাত থেকে রক্ষা পেলো মাঝ বয়সী এক মহিলা। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত জগন্নাথ চৌমুহনী এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ সন্ধ্যার পর উদয়পুর জগন্নাথ বাড়ির দর্শন শেষে মাঝ বয়সী এক মহিলা (কাল্পনিক নাম সীমা সেন) বয়স আনুমানিক ৪৭বৎসর উদয়পুর কয়লার মাঠ নিজ বাড়িতে যাওয়ার জন্য রাস্তায় বেরোনোর সাথে টি আর জিরো থ্রি এইচ-০৩৩৩ নাম্বারের একটি মারুতি গাড়ি জগন্নাথ বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ঐ মহিলাকে বাড়ি পৌঁছানোর প্রস্তাব দেওয়ার সাথে সাথে মহিলা গাড়িতে উঠা মাত্র গাড়ির চালক সজোরে গাড়ি চালিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি কল্যানে শরিক দলের বিধায়কদের সাথে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। জনজাতি কল্যানে শরিক দলের বিধায়কদের পরামর্শ চেয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই, আজ তিনি আইপিএফটি বিধায়কদের সাথে বৈঠক করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীকাল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর সফরকে ঘিরে জনজাতি কল্যানে বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্য শরিক দলের মতামত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ সচিবালয়ে আইপিএফটির সাত বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে দেখা করে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। বৈঠক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আজ শরিক দলের বিধায়কদের সাথে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক

উন্নয়নের প্রশ্নেই তাঁদের সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও লেখেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে রূপরেখা নির্ণয়ে এদিন আমাদের মধ্যে মত বিনিময় হয়েছে। তাতে, জনজাতি অংশের মানুষকে স্টার্ট আপের প্রতি আকর্ষিত করে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সুনিশ্চিত করবে।

প্রসঙ্গত, আগামীকাল দুইদিনের সফরে ত্রিপুরা আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সিতারমণ। তাঁর কাছে জনজাতি কল্যানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩০৭ ▫ ২৭ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ১০ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মহীয়সী নারী

ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়া আর্তের সেবাকেই আপন করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন মাদার টেরেজা। এই মহীয়সী নারী গোটা বিশ্বেই আজও সমাদৃত। বিশ্ববাসী তার সেবা ধর্মের প্রতি আজও নতমস্তক। চির নমস্য মাদার তেরেসা অনন্ত কাল মানব সমাজের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে পরিগণিত থাকিবেন। তাহার অপার মহিমা মানব সভ্যতাকে সময় উপযোগী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করিয়াছে। তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নরনরী সেবা ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মাদারটেরেজাকে অনুসরণ করিয়া বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদার তেরেসার জীবন আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হইবে। মাদার তেরেসার মত মহীয়সী নারী জীবনাদর্শ সম্পর্কে অবগত হইবে যে কোন মানুষ সেবাধর্মী নিজেকে নিয়োজিত করিতে উৎসাহিত করিবে। বৃহস্পতিবার মাদার টেরিজার জন্ম দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সর্বত্র পালিত হইয়াছে। এই পূণ্য তিথিতে নানা সেবামূলক কর্মসূচি পালিত হইয়াছে। আজকের দিনে মাদার তেরেসার জীবন আদর্শ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষকে সম্যক ধারণা নেওয়া খুবই সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় মাদার তেরেসার মত মহীয়সী নারীদের স্মরণ করিবে সমাজ ব্যবস্থা বদলানো সম্ভব হইবে। ঘুণেধরা আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। আজকের দিনে আমাদের এইসব বিষয়ে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। গরীব-আর্ত ও সর্বহারাদের সেবায় যিনি নিজেকে শেষ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত করেছিলেন সেই অ্যাগনিস গঞ্জা বোজাঝিউকে সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের দূত মনে করিতেন। যাহাদের সমাজে কোনো স্থান ছিলোনা,তাহাদের সযত্নে নিজের কোলে আশ্রয় দিয়াছিলেন আলবেনিয়া থেকে ভারতে আসা এই মহিয়সী নারী উদেখিতে দেখিতে তিনি হইয়া উঠেন সকলের প্রিয় মাদার টেরেসা । নিজের ছোটবেলা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্যাস নিয়া গরীব-আর্তদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিবেন । আর সেটা ভাবিয়াই সুদূর আলবানিয়া ছাড়িয়া মানুষের সেবার টানে তিনি ভারতের কোলকাতায় চলিয়া আসেন। এই শহরকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসিয়া ফেলেন। আর এখানে আমৃত্যু থাকিয়া কোলকাতাকে বিশ্বের বুকে উপরে তুলিয়াও ধরেন তিনি । মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি ধর্মীয় জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন এবং ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া একজন মিশনারী হিসাবে যোগদান করেন সিস্টার্স অব লোরেটো সংস্থায়। সেদিন থেকে অ্যাগনিসের মা আর দিদিদের সাথে তাঁহার আর কোনোদিন দেখা হয়নি । ১৯২৯ সালে ভারতের দার্জিলিংয়ে আসিয়া নব দীক্ষিত হিসাবে তিনি সেখানকার একটি মিশনারীতে কাজ শুরু করেন এবং ১৯৩১ সালের ২৪শে মে তিনি সন্যাসিনী হিসাবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন। সেইসময় তিনি মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষক সন্ত টেরেসা দি লিসিয়াক্সের নামানুসারে টেরেসা নামটা গ্রহণ করেন । ১৯৩৭ সালের ১৪ই মে, পূর্ব কোলকাতার লরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়ানোর সময় তিনি নিজের মনে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন এখানকার দীন-দরিদ্র মানুষদের বাকিটা জীবন সেবা করিবেন।

১৯৫০-এর মন্বন্তরে শহরে নামিয়া আসে অবর্ণনীয় দুঃখ আর মৃত্যু । তাছাড়া এর আগে ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাতেও ভারতের বহু নিরীহ মানুষ মারা যান । সেই থেকে এইসব ঘটনা টেরেসার মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে ।

মাদার টেরেসা শহরের আর্তদের সেবা চালাইয়া যাইতে থাকেন। কোলকাতা সহ আশপাশের শহরের দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের তিনি নিজ কাছে টানিয়া নেন এবং তাহাদের সেবা করিতে থাকেন স্নেহের সাথে। ক্ষুদার্থ,নগ্ন,গৃহহীন,আত্ম-নিপীড়িত, সর্বহারা ও সমাজ বর্জিত সকল মানুষদের পাশে তিনি দাড়াইয়াছিলেন পরম মমতাময় স্নেহের সাথে । মাদার টেরেসা দেহত্যাগ করেন ১৯৯৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর । তাঁহার অবদানকে আমরা সবাই সারাজীবন মনে রাখিব এবং তিনি সর্বদা আমাদের মনের ভিতর অমর হইয়া থাকিবেন। বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাদার তেরেসার মত মহীয়সী নারীদের উপস্থিতি খুবই জরুরীত্ব।

বিজেপি পরিচালিত করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব কংগ্রেসের নয় পারিষদের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সভাধিপতি আশিস নাথের দিকে অনাস্থা নামক সুনামির ঝড় যে ধেয়ে আসছিল, তা বিগত কয়েক মাস থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। শাসক দলের জেলা নেতৃত্ব কর্তৃক গঠিত দেবব্রত কমিটিও কোনও রফা সূত্র বের করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত বিজেপির জেলা পরিষদ সভাধিপতির বিরুদ্ধে আজ বৃহস্পতিবার অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছেন কংগ্রেসের নয় জন জেলা পরিষদ সদস্য।

এ রকম যে কিছু একটা ঘটতে চলছে কিছুদিন আগেই এর পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। কংগ্রেসের আসিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাসভবনে এর পরিকল্পনা তৈরি করতে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই গোপন বৈঠকে বিজেপির জেলা পরিষদ সদস্য সঞ্জিত পালের উপস্থিতি ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। ওই বৈঠকেই সভাধিপতি আশিসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করার জন্য কংগ্রেসের নয় পারিষদ চূড়ান্ত ঐকমত্যে পৌঁছেন।

গোপন সূত্রের খবর, এতে সহযোগিতা করবেন বলে বিজেপি সদস্য সঞ্জিত পাল মত প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসের নয় পারিষদ অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করায় সভাধিপতি আশিস নাথের রীতিমতো সমস্যা বেড়ে গেছে। আজ বিকেলে জেলা পরিষদ সভাধিপতির কাছে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন কংগ্রেস সদস্যরা। এতে সই করেন আয়েশা খানম তাপাদার (দত্তপুরের পারিষদ), গুলজার হুসেন খান (বাখরশাল-নাইরগ্রাম), মমতাজ বেগম (আসিমগঞ্জ), শঙ্কর মালাকার (গান্ধাই-ব্রাহ্মণশাসন), বেগম আফরুজা পারভিন (নিলামবাজার), আমিনা বেগম (মাইজগ্রাম-সুতারকান্দি), আব্দুল শুক্কুর (সাদারাশি-লক্ষ্মীবাজার), রাজিয়া খানম (কনকলস) এবং সুখেন্দু শুক্লবৈদ্য (সরিষা-বাজারঘাট)। পঞ্চায়েত আইন ১৯৯৪-এর ৭৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করে পারিষদরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, জেলা পরিষদের সভাধিপতি তহবিলের ব্যাপক নয়ছয় করছেন। এছাড়াও রয়েছে অক্সিমিটার, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ক্রয়ে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ। অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতিলিপি জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু, জেলা পরিষদের সিইইও অমলেন্দু রায় এবং জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির কাছেও প্রেরণ করেছেন তাঁরা। এর ফলে আশিস নাথের চেয়ার থেকে সরে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। এই অনাস্থার পেছনে বিজেপি সদস্যদের ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

অন্যযদিকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি বনাম বিজেপির নির্বাচিত সদস্যদের ঝামেলা নিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি কর্তৃক গঠিত কমিটি দলীয় কার্যালয়ে উভয় পক্ষের কথা শুনেন নেতারা। দলের নির্বাচিত সদস্য দের অভিযোগ প্রথমে শোনা হয়। কমিটির তরফে একজন করে সদস্যকে পৃথকভাবে ডেকে মতামত নেওয়া হয়। ওই কমিটির পক্ষে গতকাল জেলা বিজেপি সভাপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করা হয়। চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা ও কৃষ্ণ দাস রিপোর্ট পেশ করেন। তবে জেলা সভাপতি এই রিপোর্ট সহ বিধায়ক, সাংসদ ও জেলার বিশিষ্ট বিজেপি নেতাদের অভিমত সংগ্রহ করে রাজ্যল বিজেপি কমিটির কাছে পাঠাবেন। জেলা পরিষদ সভাধিপতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দলের প্রদেশ কমিটি। এখানেও আশিসের অবস্থান নড়বড়ে। ফলে সভাপতি পদ থেকে তার সরে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত বলেই রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহলের ধারণা।

পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখতে কিছু মানুষের অবদান না বললেই নয়

বরুণ দাস

. চারদিকে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় দেখে যখন হঁপিয়ে উঠি, বিতৃষ্ণা এসে যায় স্বারথন্ধ সহ নাগরিকদের ওপর, দম বন্ধ হয়ে আসে পরিচিতজনদের শামুখের খোলের মধ্যে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা দেখে, স্বাপরতায় যখন আমাদের চারপাশটা ঝাপসা হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই কিছু কিছু মানুষের মধ্যে মনুষ্য ও মানবিকতা বোধের পরিচয় পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। ভাবি, না, বেঁচে থাকাটা বোধহয় তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে না। পৃথিবীটাও বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি। আমাদের চারপাশে চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতোই কখনও-সখনও একফেঁটা আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়। এটা যেন ভরা-বর্ধার খরসোতা নদীতে ডুবন্ত মানুষের কাছে খড়কুটো মতোই, অবলম্বন। একে আকড়ে ধরে ভেসে ওঠার মতো আমরাও ওই গুটিকয়েক মানুষের নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ড দেখে বেঁচে থাকার রসদ পাই। জীবনের রসদ। মানুষের ওপর হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসটক আবার জেগে ওঠে।

কৃতকর্মের জন্য সৌন্দর্য হারানো পৃথিবীটাকে আবার আগের মতোই সুন্দর বলে মনে হয়। সামাজিক বন্ধনই বদি ভেড়ে বায়, মানুষের মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কই যদি নষ্ট হয়ে, তাহলে সমাজ্যে বেঁচে থেকে লাভ কি? বলা যায় লা। নিজের অস্তিত হয়তো টিকিরে রাখ যায়ঃ কিন্তু তাকে আদৌ বেঁচে থাকা বলে কি? যদিও বেঁচে থাকার মালেটা সবার কাছে একরকম নয়। এক রকম নয় বলেই কেউ কেউ হয়তো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে ব্রাখাটাকেই বেঁচে থাকা বলেন; অনাদিকে সবার সঙ্গে সুখ- দুঃখের ভাগ বসিয়ে থাকাটাকেই কেউ কেউ বেচে থাকা মনে করেন। অর্থাৎ এরা সহ-নাগরিকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটাই বেঁচে বাকার প্রকৃত অথ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস নরেন এবং সে চেষ্টাই করে থাকেন। যদিও শাজকের সমাজ-সংসারে এমন মানুষের নংখা হাতে শুনে বলা যায় এবং তাদের সংখ্যা হুমশ কমছে। এঁরা হয়াভো আগামী দিনে বিরল প্রজাতির মানুষ হিসেবে গণা হতে চলেছেলা। দাদির কথা তখন হয়াতো একমাত্র ইতিহাস কিম্বা গল্পের উপন্যাসে স্থান পাবে বাস্তবে কোথাও এঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভয় হয় শেষের সেদিনের কথা ভেবে। কোন পথে দৌড়ে চলেছি আমরা? কোভিড-১৯ একদিকে যেমন আমাদেরকে "শেষের সেদিন"এর পথে টিমেতালে হাটা নয়, একেবারে রকেটের গতিতে পৌছে দিয়েছে। দূরত্ব কমিয়ে দিচ্ছে সেই হাড়হিম করা অবাঞ্চিত জগতে পা রাখার জন্য। অথচ জীবনের পাঠ বলে-রেঁচে থাকার জনা অসম প্রতিযোগিতা নয়, চাই সহৃদয় সহযোগিতা সহযোগিতার সেই কাক্ষিত জায়গাটাকেই নষ্ট সময়। আমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা বোধের উন্মোচন হচ্ছে না। বরং আরও গভীর ঘুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই লক্ষভ্রষ্ট সময়ের জট-জটিলতা বোধহয় এখানেই। এই জট জটিলতাকে আমরা অতিক্রম করার কোনওরকম চেষ্টাই করছি না; বরং ওই জট-জিলতার ফাদেই পা বাড়িয়ে দিয়ে বসে আইছ। প্রচলিত ও. প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম পালন করার কথা ভুলেই গেছি। কিম্বা যদি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম পালন করার কথা ভুলেই গেছি। কিম্বা যদি বলা যায়, সচেতনভাবে ভুলে থাকার চোষ্টা করছি আমাদের সিংহভাগ মানুষ-তহালে কি খুব একটা ভুল বলা হবেষ বোধহয় না। আজকের সমাজ-সংসারের দিকে তাকালেই এমনটা মনে হওয়াই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?

কিন্তু এমনটা মনে হওয়াই খুব স্থাভাবিক ব্যাপার নয় কি?

কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। ঈশ্বর-গভ-আল্লা মানি না মানি, মঠমন্দির- মসজিদ গির্জায় যাতায়াত করি বা না করি, ধর্ম বা জাতিগত বিশ্বাস অনুযায়ী কোনও ওপরওয়ালার থানে ফুল-সিনি-চাদর চরাই বা না চরাই-এই সুন্দর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফসল মানুষ-এটা মানতে বোধহয় আমাদের কারও (কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। পৃথিবীর সেই 'শ্রেষ্ঠ ফমল'-এ এমন পচন ধরল কেন? মানুযু এমন অবঃপতনের, পথে ভ্রুত হেঁটে যাচ্ছে কে এমন অনিবারধ প্রশ্ন জাগে হতো, বা আমাদের কারওর কারওর মনে।

প্রশ্ন জাগে, শুধু কি আত্মসুখ চরিতার্থের জনা অর্থাৎ আমি আনার চায় অনেকটা কোনও সংবেদনশীল মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে? না হওয়া উচিত? আমার পাশের মানুষটি অর্থাৎ সহ-নাগরিকরকে কেমন আছে , তা নিয়ে আমার কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ থাকবে না। তাঁর বা তাঁদের ভালোমন্দ আমাকে কখনও কোনওভাবে বিচলিত করবে না? তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের স্বাভাবিক বোধ-বৃদ্ধির মূল্য কোথায়? বনের পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ বইলো কোথায়?

সমাজের বসবাস করা মানুষ হিসেবে এই প্রাসঙ্গিত প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খায়। কিন্তু উত্তরগুলো মনের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খায়। কিন্তু উত্তর মেলে না। সামাজিক মূল্যবোধের পতন দেখে বিচলিত হয়ে পরিচিতজনদের প্রশ্ন করলে কেউ কেউ পরম হিতাকাঙ্ক্ষিত মতো উপদেশ দেন, সব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ কিৎ নিজের মতো থাকুন। শান্তি পাবেন। অথছা নিজেকে ব্বিরত করছেন কেন? ভাবি, এটা অযথা কোনও বিষয় হলো? মানুষের জন্য মানুষ ভাববে না? তাঁদের পাশে দাঁড়াবে না? বিপদে-আপদে মানুষের অনুদান নেওয়া, সেকারণে ব্যয় করছেন। বাকিটা খরচের প্রয়োজন বোধ করছেন না। পাশাপাশি এমন অনেক সংস্থা আছে যারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে, এমন কি, বন্ধু-বান্ধব সহ নিজেদের পকেটের অর্থ ব্যয় করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন লকডাউন জনিত কারণে বিপন্ন মানুষের সার্বিক সাহ্যয্যার্থে। এটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন।

অনেক নামিদামী চিকিৎসকত্ত যেমন কোভিড-১৯-এ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন, রোগিদের একেবারে অচ্ছুৎ করে নিয়েছেন, অনাদিকে কতিপয় চিকিৎসক অতিমারিতে নিজোদের জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছন মুমূর্ষ মানুষদের স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংখাগত দিক থেকে এঁরা সমাজের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও এঁদের নিঃ স্বার্থ সেরার কোনও বিকল্পই হয়না। এঁরাই আসলে বাঁচিয়ে রেখেছেন মনুষ্যত্ব আর মানবিকতাকে। বাস্তবিক অর্থেই এঁরা পৃথিবীটাকে মানুষের বাসযোগ্য করে রেখেছেন। সম্প্রতি শিয়ালদাতে ত্রাণ-বিলির একটি মহতী অনুষ্ঠানে হাজির হতে হয়েছিল। ট্রেন চলছে না বলে প্রথমে যেতে রাজি হয়নি। কবে আয়োজক সংস্থা ইউনাইটেড হকার্স কংগ্রেস-এর কার্যকরী সমিতির সদস্য কার্তিক সাহা। শেষ পর্যন্ত ক্যাবে চাপিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে বিশেষ টেনে চেপেই যেতে হলো। কারণ আয়োজকদের অতিরিক্ত টাকা বার হোক চাইনি। যদিও বিশেষ ট্রেনে বেশ ঝুঁকি নিয়েই সেদিন চাপাতে হয়েছিল। সংগঠনের এক কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে ১২৫ জন স্ট্রিট ভেন্ডারের প্রত্যেককে প্রায় পনেরো টাকার খাদ্যসামগ্রি বিতরণ করা হয়। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ছিলেন আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা এবং যে দু'টি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা আর্থিক সহায়তায় ত্রাণ-সামগ্রীক ব্যবস্থার করা হয়, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী চন্দ্রলোখা পাণ্ডে, মোলালিসা ব্যানির্জি, নিভা ব্যানার্জি, সমাজসেবি, ভোলানাথ সামুই, স্থানীয় মার্কেঠ অ্যাসোসিয়েশনের বিশ্বজিৎ চৌধুরি, নকুল কুণ্ডু আয়োজক সংস্থার কার্তিক সাহা ও তাঁর সহযোগীরা।

উত্তর ২৪ পরগনার আরও একটি অখ্যাত সংগঠনের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের পক্ষ রবিউল ইসলাম ৫ তার সহযোগীরাও এলাকার দুস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে লকডাউন চলাকালীন খাদ্যসামগ্রী বিলির কাজ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়েও তদের প্রস্তুতি চলছে জানা গেল । বিরাটি মহাজ্জাতির চেতনাও প্রেরণার পক্ষে ৬০উর্ধ্ব সবুজকান্তি ঘোষ ও তার সহমর্ষিরা নেমে পড়েছেন ত্রাণবিলির কাজে। সহমর্মিদের কাছ থকে দান আদায় করে তা দিয়েও শুরু করেছেন ত্রাণবিলি।

দমদম এয়ারপোর সংস্কৃতি ও সমাজকর্মী তথা বামপন্থী মানসিকতায় বিশ্বাসী গীতা সেন বক্তিগত উদ্যোগে তার সহযোগিদের সঙ্গে নিয়ে লকডাউনের সময় দুম পাড়া প্রতিবেশীদের মধো ত্রাণবিলি করে সামাজিক ও মানবিক ঘুলাবোধের নজির গড়েছেন। ইচ্ছা থাকলেও অনেক কিছু না হলেও কিছুতো অন্তত করা যায় এটাই প্রমাণ করেছেন এরা। এভাবে আমাদের সবাই না হোক.কেউ কেউ যদি এগিয়ে আসি তো সহ নাগরিকদের প্রতি কাঙ্খিত কর্তব্য টক পালন করাতি পারব একথা বলা অপেক্ষা রাখে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মোটেই অবলা নয় ইবোলা

বরুণ দাস

"কোভিড" আর. "করোনা"- এই দুই কালান্তক শব্দজালের মধ্য বিশ্বময় জীবনরেখার স্বাভাবিক চলনটি এখনও অস্বাভাবিক হয়ে রয়েছে। অতিমারির অতিসংক্রামক, দ্বিতীয় প্রবাহে এখনও ভারতবর্ষ, তথা অনা রাষ্ট্রে আক্রান্ত হচ্ছেন, প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য নিরীহ, সম্ভাবনাময় মানুষ। সংবাদ শিরোনামে করোনা আতঙ্কের দৌরাত্ম্য অব্যাহত। সেজনাইত্ত উপেক্ষিত হচ্ছে এইডস, যা, হেপাটাইটিস, সিফিলিস, অপুষ্টিতে মৃত্যুর কোলে প্রতিনিরত ঢলে পড়া অগণিত মানুষের দুঃখময় জীবনকথা। তবে, গুপ্ত আততায়ীর মতো একসময়ে প্রায় মহামারিতে পরিণত হতে চলা যে রোগটি এখনও ঘে কোনো সময়ে মানুষের মভিজতে চোরাগোপ্তা আঘাত করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, তার সম্পর্কে আমরা ইদানিং নির্বোধের মতো উদাসীন হয়ে রয়েছি। প্রধানত ফলখেকো বাদুড়ের লালারস ও মাংস, মাকড়সা, কীকড়া বিছের মতো কিছু সঙ্গিপদ (আর্থোপোড়া) প্রাণীর দেহরস থেকে ১৯৭৬ সালে আফ্রিকার অন্তর্গত হতদরিদ্র ও প্রায় ৯০ শতাংশ রোগীর জীবন কেড়ে নেওয়া এই ইবোলা' রোগটি। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ার করে বলেছেন, যে কোনো সময় মানুষের জীবনে আবারও থাবা বসাতে পারে ইবোলা।

আফ্রিকার গহন জঙ্গলে বাদুড় আর বানরের মাংস পাওয়ার জন্য বন্দুক আর বর্শা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করেন জনেক শিকারিই। বানর, বাদুড় ও চামচিকের কামড় এড়ানোর জন্য তাদের নামমাত্র রক্ষাকবচ হল চট বা প্লাস্টিকের বস্তা থেকে তৈরি মুখাবরণ। ইবোলা ভাইরাস বহনকারী "ফুট ব্যাট" (কাইরোপটেরা)-এর মাংস একটা বিপদযুক্ত সত্বেওআফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে 'কাসাভা' সম্ভি আর "ইনজেরা" রুটির মতোই জনপ্রিয় হয়ে আছে। তার কুফল হিসেবে ইবোলা-র মারণ ছোবল ভোগ করছে আফ্রিকার জনগণের সিংহভাগ। মস্তিষ্কে ইবোলা-র অসহ্য প্রদাহ সহ্য করতে না পেরে। সিয়েরা লিওনের রাজধানী ফ্রিটাউনের হেস্টিংস স্বাসথাকেন্দরে উন্মাদ হয়ে গিয়ে, প্রলাপ বকতে বকতে আত্মহত্যা করেছেন অনেক যুবক-যুবতী। ফ্রিটাউনের সংলগ্ন কুবে? বস্তি এবং মেইলানজিয়ো গ্রামের অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান থেকে সংক্রামিত হয়েছে ইবোলা রোগের ভাইরাস। আর এই রোগের দুঃশাসনকে প্রতিহত' করতে অর্ধশিক্ষিত, গৃহযুদ্ধ, রক্তাক্ত একনায়কীয় সেনা অভ্যুত্থানে শতছিন্ন আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে বেড়েছে অশরীর প্রেতাত্মাদের ওপর নির্ভরতা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ঝাঁড়ফুঁক-এর অযৌক্তিক প্রবণতা। পর্তুগালের নিষ্ঠুর একনায়ক মিগেলি ও সালাজার এর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হতে জাতীয়তাবাদী নেতা আউগোস্তিনো নেদো-র নেতৃত্বে আপসহীন সংগ্রাম চলছিল অ্যাঙ্গোলার লোয়ান্ডা আর বাইলুন্ডতে। তবে, বয়ানে আঙ্গোলাতে, "ফ্রি টেইলভ" প্রজাতির বাদুড়ের ভাইরাস। আঙ্গোলা এবং গিনি রাষ্ট্রে ইবোলা জীবাপুটি এমিল কোয়ামুয়োনো নামে একটি শিশুর শরীর থেকে হুড়িয়েছিল। বর্তমানে শিশুটির বাবা বেঁচে আছেন মাত্র। গিনির রাজধানী কৌনাক্রি-র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতর থেকে জালানো হয়েছে, ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়টা মোটেই বুঝতে পারেননি তীরা। জাইরে বা কঙ্গো সাধারণত রাষ্ট্রটিতে দুই একনায়কত্ত জেনারেল মোবৃতু সেসে লিকো এবং লারেস্ত কাবিলা-র জমানাতে, চরম আর্থ-সামাজিক অবাবস্থার সুযোগে ইবোলা সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল-ত্ত যেভাবে ব্রাজিল এবং সুদানে করোনা সংক্রমণ লাগাম ছাড়িয়েছিল ওই দুই দেশের অবিবেচক রাষ্ট্রপ্রধান জেয়ার (বালসোনারো আর জেনারেল ওমর আল বশিরের গাফিলতির জনা। সীমান্তবতী সন্তাসের ফলে দক্ষিণ সুদানে, রাষ্ট্রপ্রধান সালভা কিইর-এর গাফিলতির জনাও ইবোলা রোগে অসংখা মানুষের মৃত্য হয়েছে।

অন্যান্য সব ভাইরাসের মতো ইবোলা ভাইরাসও নিজে বাঁচার জনা মানুষ বা পশুর শরীরে আশ্রয় খোজে। করোনার চেয়েও বহুগুণে মারাত্মক এই ইবোলা ভাইরাসের মারণক্ষমতা বা কয়েকদিনের মধ্যেই আক্রান্ত বাক্তিকে মরণের পরপারে পৌঁছে দিতে পারে। এই রহসাময় ইবোলা ভাইরাসের হাত (থকে রক্ষা পাচ্ছে না মানুষেরনিকটত্মীয় শিম্পাঞ্জি, গোরিলা, ওয়াংওটাংরা। এর মধ্যেই আফ্রিকার রাওয়ান্ডা ও বুরুন্ডির ভিরুম্বা পার্বতা জাতীয় উদ্যানে ইবোলা ভাইরাসের করলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকটি গোরিলা । যে প্রজাতির 'ফ্রুট ব্যাট' বাছুরের থেকেই ইবেলা ভাইরাস ছড়িয়েছিল। সেই বাদুড় থেকেই এখসময়ে মালয়েশিয়াতে ছড়িয়েছিল প্রাণঘাতি 'নিপা' ভাইরাসটিও। অস্ট্রোলিয়াতে এই বাদুড়ের শরীর থেকেই আগত হেনড্রা ভাইরাসটি যথাক্রমে ঘোড়া এবং ঘোড়ার আস্তাবলের মালিক ও পশু চিকিৎসকদের ও জীবন কেড়ে নিয়েছে। তবে, ঠিক যে কোন প্রাণীর শরীর থেকে ইবোলা ভাইণাস এসেছে সেটা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। এই ভাইরাসের নাম, জাইরের ইবোলা নদীর নাম থেকে দেন 'সেন্টার ফর ডিজিসেস কন্ট্রোল অ্যাও প্রিবেনশন চিকিৎসা সংস্থার জীবাণু গবেষক বা ভাইরারোলজিস্ট কার্ল এম জনসন। আঙ্গেলা এবং নি রাতে বাদুড়ের শরীরে ইরোলা জীবাণু কীভাবে বংশবৃদ্ধি করছে এবং জীনাণুটি আশ্রয়দাতা (৬৫৫১) বাদুড় কেন এই মারণ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেলা, সেই বিবয়গুলি নিয়ে গবেষণাতে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন জার্মানির বার্লিন শহরে অবস্থিত রবার্ট কখ্ ইনস্টিটিউটের পণরোগ বিশেষজ্ঞ এবং জারী জীবাণু বিশেষজ্ঞ ফাবিয়ান লিয়েনডার্জ। আইভরি কোস্ট -এর রাজধানী ইয়ামাস্যার জাতীর পশু উদনেও শিম্পাঞ্জি এবং অন্যানা প্রাণীর দেহ ও মৃতদেহ (থকে মানবশরীরে ইবোলা জীবাণুর বিশ্লেষণও করা হয়। সম্ভবত, এই ইাবোলা

ভাইরাসের সূত্রপাত হয় ১৯৬৭ সাল "থিকে। পশ্চিম জার্মানির মারবুগ এবং ফ্রানফুর্ট শহর এবং পূর্বতন যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রাদ নগরীতে, জাহাভে করে, চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জনা আফ্রিকার রাষ্ট্র উগান থেকে নিয়ে আসা হায়েছিল এক দল বানরকে। এই বানরদের শরীর থেকে নির্গত ভাইরাস, প্রথমে সংক্রামিত করে গবেষণাগারে কমীদের। সেমুই বা ভার্মিসিলির মতো দেখতে এই ভাইরাস প্রাণ কেড়ে নেয় রাভেশিয়া (বর্তমানে জিম্বাবোয়ে) থেকে জাহানেসবার্থে আসা এক অস্ট্রেলিয় ছাত্রের। জিম্বাবোয়ের চিনহোইয়ি গুহাবাস বাদুড়াদের মাংস খেয়েও ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে স্থানীয় মানুষরা। ১৯৮০ সালে কিনিয়ার "কিতুম" নামক গুহাতে ঢুকে ইবোলা সংক্রমণের শিকার হন এক ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার। তীর মৃত্যু হয়। তখন এই জীবাণুটির নাম ছিল "নাভন ভাইরাস"। ১৯৮৭ সালে কঙ্গো সাধারণতদের কিকউইত শহরে আবার হানা দিল ইবোলা। মানুষ থেকে মানুষের সংক্রমণের ফলে এই ভাইরাসের বলি হলেন প্রায় ৩০০ জন। প্রায় ২৪টি প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ১৯টি প্রজাতির প্রাণীর শরীরে, ইঞ্জেকশনের মাধামে ইবোলা ভাইরাসকে প্রবেশ করিয়েছিলেন সওয়েনপোয়েল। এগুলির মধো একটি মাকড়শার শরীরে এই জীবাণুর সংক্রমণ লক্ষা করা গেছে। তবে এই জীবাণুকে বহুন করতে বাদুড়রা যে সক্ষম, সেটা বুঝতে পারা গেছে। ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণ, সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ সুদানের নেজারা এবং কঙ্গো গণপ্রজাতান্ত্রের হরয়ান্মুক শহর দুটিতে। বিশ্ব স্থাস্থা সংস্থার পরিসংখ্যান ইবোলার থ্রাসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন প্রায় পাঁচ হাঙ্গারের মতো আফ্রিকাবাসী। আফ্রিকার গিনি এবং গিনি-বিসাউ রাষ্ট্রদুটিতে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ইবোলা। সাধারণত তিন সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর দেহে ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দা, আভান্তরীণ রক্তক্ষরণ, গলাবাথা, শ্বাসকষ্ট, হাড় ও পেশির বাথার অতো ইবোলা-উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়। ১০১ ডিগ্রির বেশি জবর, বমি, পাতল। পায়খানার পর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় ইবোলা রোগী। ইবোলাতে মৃত্যুর হারই বেশি। রোগী সেরে উঠলেও বধিরতা, চর্মরোগ এবং শুক্রাণুহীনতায় আক্রান্ত হয়। সাধারণত ১৪০০০ ন্যানোমিটারের মতো দীর্ঘ হয় ইবোলা ভাইরাস। বমি, লালারস, সদুগধ,প্রশরাব, শুক্রাণু, ঘাম, মল, চোখের জল থেকে ইবোলা ভাইরাস সংক্রামিত তার শুক্রাণুতে তিন মাসের মধ্যে সজীব থাকে এই মারণ ভাইরাস।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কলেজছাত্রী নন্দিতা-খুন : অসমে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার, অভিযোগ 'মর্মাহত' কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : ধেমাজির মরিধল মহাবিদ্যালয়ের বিএ থার্ড সেমিস্টারের ছাত্রী ঢকুয়াখানার মেয়ে নন্দিতা শইকিয়াকে নির্মমভাবে খুনের ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস বলেছে, অসমে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার অসমে শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট রাখতে সম্পূর্ণরূপে যে ব্যর্থ, নন্দিতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডই পুনরায় প্রমাণ করেছে। দিন-দুপুরে এক ছাত্রীকে ব্যস্ত সড়কের ওপর দায়ের কোপ বসিয়া হত্যা করার ঘটনা রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা প্রকাশ্যে এসেছে। বিবৃতিতে ববিতা বলেছেন, টানা গত তিন বছর নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে অসম প্রথমস্থান দখল করেছে। যে অসমে গো সুরক্ষার জন্য সরকার উঠে-পড়ে লেগেছে, সেই অসমেই নারী সুরক্ষিত নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এক ছাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, সবসময় নিজেদের জাগ্রত প্রহরী বলে দাবিদার অসম পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এখন সন্দেহের আবর্তে। কীভাবে একজন ছাত্রীকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হল, প্রশ্ন তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী। দোষীর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে থেকে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করতে সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন শর্মা।

নন্দিতা শইকিয়া হত্যাকাণ্ডের মতো এভাবে আর নৃশংস ঘটনা যাতে রাজ্যে ঘটতে না পারে, তার জন্য রাজ্যের বিজেপি সরকারকে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি নন্দিতার হত্যাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে প্রদেশ কংগ্রেস দাবি জানিয়েছে। বিবৃতিতে মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা অভিযোগ তুলেছেন, 'হত্যা-হিংসা, ধর্ষণ যেন আজকাল একেবারেই সহজ হয়ে পড়েছে হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের শাসনকালে। নন্দিতা শইকিয়ার হত্যাকাণ্ডের শোকাকুল পরিবেশের মধ্যে গতকাল গুয়াহাটির পার্শবর্তী চাংসারিতেও একজন মহিলাকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করার চেষ্টা করার ঘটনা ঘটেছে।

বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, চলতি বছরের মার্চ মাসে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত গুয়াহাটি আইআইটি-র এক ছাত্রকে জামিনে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা রাজ্যে নারী সুরক্ষার আসল চেহারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের ঘটনাবলি প্রমাণ করছে, রাজ্যে এখন নারীর সুরক্ষা এক স্লোগান মাত্র, বাস্তবে এর উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে।

সমগ্র ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে দাবি জানানোর পাশাপাশি আইনের ফাঁকফেঁকরে যাতে দোষীরা পার পেয়ে না যায়, এর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা।

জীবন যখন সবে শুরু, তখন এক উন্মাদের আক্রোশের বলি হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ধেমাজি ঢকুয়াখানার যুবতী নন্দিতা শইকিয়াকে। গত ২১ আগস্ট নন্দিতা তাঁর বাবা দেবদত্ত শইকিয়া এবং সতীর্থ কাশ্মীরা দত্তের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। তখন তাঁরই কলেজের লাইব্রেরি বিয়ারার (চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী) রিন্টু শর্মা নামের যুবক তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল। তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে ধেমাজি সিভিল হাসপাতাল এবং পরে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয। পরবর্তীতে ডিব্রুগড়েরই ব্রহ্মপুত্র ডায়াগনস্টিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় নন্দিতাকে। টানা পাঁচদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গতকাল বেলা ১:১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে মেধাবী নন্দিতা শইকিয়া। জানা গেছে, প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কলেজের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে নন্দিতাকে। ইত্যবসরে রিণ্টু শর্মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি কলেজ থেকেও তাকে ছাড়াই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে খুনি রিণ্টু শইকিয়াকে ফাঁসি দেওয়ার দাবিতে গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আজ রাজ্য ক্যাবিনেটের বৈঠকে নন্দিতা শইকিয়া হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া ফাস্টট্র্যাক আদালতে শুরু করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্তভার রাজ্যের স্পেশাল ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিংকে দিয়েছেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফার্মাসিস্টরা। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

বাড়ির লক্ষ্মীদেরই রাস্তায় বার করে দেওয়া হচ্ছে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "লক্ষ্মীর ভান্ডার" প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ""রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করছেন মুখ্যমন্ত্রী, অথচ বাড়ির লক্ষ্মীদেরই রাস্তায় বার করে দেওয়া হচ্ছে।' তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ""কেউ দাবি আদায়ের জন্য বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক।' উল্লেখ্য, সল্টলেকের বিকাশ ভবনের সামনে ঐক্য মঞ্চের সদস্য পাঁচ শিক্ষিকা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আত্মহত্যাকারীর ৫ জনের মধ্যে অবস্থার অবনতি হয়েছে ৩ শিক্ষিকার। তাদের চিকিৎসা চলছে এসএসকেমে। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেই বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে খোঁচা দিলেন দিলীপ ঘোষ। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

পুত্র সন্তানের মা হলেন নুসরত

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি. স.): প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মা হলেন নুসরত জাহান। বৃহস্পতিবার শহরের এক নামী বেসরকারি হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। বহু দিন ধরেই জল্পনা চলছিল মা হতে চলেছে নুসরত জাহান। সেপ্টেম্বরে নুসরতের গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা থাকলেও শোনা যায় চলতি মাসেই ভূমিষ্ঠ হবে নুসরতের সন্তান। সেই মত বুধবার রাতে শহরের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হন নুসরত। এরপরেই বৃহস্পতিবার বেলার দিকে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন অভিনেত্রী। বর্তমানে সুস্থ আছে নুসরত ও তার সন্তান খবর হাসপাতাল সূত্রে। জানা গিয়েছে নুসরতের সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন তার প্রিয় বন্ধু অভিনেতা যশও।

মন্দির ও মসজিদ-সহ ধর্মীয় স্থান খুলল বিহারে

পাটনা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): মন্দির, মসজিদ-সহ সমস্ত ধর্মীয় স্থান খুলে গেল বিহারে। বুধবার টুইট করে নীতীশ কুমার জানান, বিহারে খুলে দেওয়া হবে সমস্ত ধর্মীয় স্থান। সেই মতো বৃহস্পতিবার থেকেই বিহারে খুলে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ধর্মীয় স্থান। বহুদিন পর ধর্মীয় স্থান খুলে যাওয়ায় এদিন ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে, মুখে মাস্ক পরেই প্রার্থনা করেন ভক্তরা। বিহারে আপাতত সমাপ্ত হয়েছে লকডাউনের বিধিনিষেধ। বিহারে খুলে দেওয়া হচ্ছে দোকান, শপিং মল, পার্ক, গার্ডেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও কোচিং সেন্টারও পুনরায় খুলে দেওয়া হচ্ছে। বুধবার বিহারের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত নেন নীতীশ কুমার।

শাসক দলের সঙ্গে পুলিশের ঘনিষ্ঠতা "বিপজ্জনক প্রবণতা": সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : শাসক দলের সুনজরে থাকতে পুলিশ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করে। এমন অভিযোগ নিয়ে এবার এই মুখ খুললেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। শাসক দল ও পুলিশের ঘনিষ্ঠতাকে "বিপজ্জনক প্রবণতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় অভিযুক্ত ছত্তিশগড়ের সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ অফিসার জিপি সিংয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার বেঞ্চ জানিয়েছে, "একটি দল শাসনে থাকার সময় পুলিশ তাদের হয়ে কাজ করে থাকে। পরে অন্য দল ক্ষমতায় এসে ওই পুলিশের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটা বিপজ্জ প্রবণতা ও দুঃখজনকও। যা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।"

আইপিএস অফিসার জিপি সিং সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস অযথা পদক্ষেপ করছে। তাঁর ও ছত্তিশগড় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সব এফআইআর খারিজ করা হোক। পূর্ববর্তী বিজেপি সরকারের সঙ্গে ওই আইপিএসের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই কংগ্রেস সরকার এই প্রতিহিংসা পরায়ণ পদক্ষেপ করছে বলে দাবি জিপি সিংয়ের। এই আইপিএসয়ের বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সম্পত্তির তারতম্য, জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রাজ্যের দুর্নীতি ও আর্থিক দমন শাখার তদন্তকারীরা। এতেই তাঁর অপরাধের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এর পরই আইপিএস জিপি সিংয়ের তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর বাতিলের জন্য ছত্তিশড় হাইকোর্টে আবেদন করেন। কিন্তু তা খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। বর্তমানে সাপেন্ড ১৯৯৪ ব্যাচের এই পুলিশ অফিসার। এই মামলায় রাজ্যের মতামত জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের নির্দেশ যে, জিপি সিংকে আগামী ৪ সপ্তাহ গ্রেফতার করা যাবে না। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

করোনা-রুখতে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত কেরলের : ভি মুরলীধরণ

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): কেরলে সাম্প্রতিক সময়ে হু হু করে বেড়েই চলছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ১৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র কেরলেই আক্রান্ত হয়েছেন ৩১,৪৪৫ জন। এই সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তাই কেরল সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণের আর্জি, করোনা-রুখতে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, 'আইসিএমআর প্রস্তাবিত টেস্টিং প্রক্রিয়া ও টেস্টিংয়ের সংখ্যা অনেক কম কেরলে। করোনা-রুখতে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত কেরল সরকারের।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরণ আরও বলেছেন, 'কেরলের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সংক্রমণ রুখতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে, রাজনৈতিক স্বার্থে মহামারীর ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। আইসিএমআর-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। কেরলের হোম কোয়ারেন্টাইন (পরিকল্পনা) মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।' ভি মুরলীধরণের সংযোজন, 'কেরলের অনেক ভাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ছিল...এত ভাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা সত্ত্বেও সরকার যদি কাজ করতে না পারে, তাহলে তা অদক্ষতার পরিচয়।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সংক্রমণ বেড়ে ১.৭১-লক্ষাধিক, আমেরিকায় করোনায় ১,২৮৭ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২৬ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বাড়তে বাড়তে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৭১-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ১,২৮৭ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৭১,৭৩৭ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ১,২৮৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৮০ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭১,৭৩৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১,২৮৭ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯,১৫৭,২৪৯-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,৬৭৮,২৮৩ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৮২৯,২৮৬-তে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অসমের পর্যটন শিল্পে গতি আনতে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে গুয়াহাটি-নিউ হাফলং চলবে ভিস্টাডম ট্রেন, জানান উপূসীর জিএম অনসুল

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরপূর্বে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অসমের পর্যটন শিল্পে গতি আনতে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল পর্যটকদের জন্য ভিস্টাডম স্পেশাল ট্রেন চালু করতে চলছে। আজ বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কে তথ্য দিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনসুল গুপ্তা তাঁর অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ভিআইপি লাউঞ্জে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ছিলেন রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা। সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ম্যানেজার অনসুল গুপ্তা জানান, অসম সরকারের সঙ্গে মিলে গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য ভিস্টাডম স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল। এতে রাজ্যের হোটেল শিল্প যেমন বাড়বে তেমনি পর্যটনের সঙ্গে জড়িত অন্য ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, ভিস্টাডম স্পেশাল ট্রেনের মাধ্যমে অসমের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক স্বপ্ন ছিল রেল দফতরের, যা আজ পূর্ণ হতে চলছে। তিনি বলেন, এই ট্রেনে যাত্রা করার সময় পুরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা।

তিনি বলেন, এই ট্রেনের ট্রায়াল প্রথমে দক্ষিণ ভারতে করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ সফল ছিল। তিনি আরও বলেন, শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত এহং দার্জিলিঙের পথে ন্যারোগেজ সেকশনেও ভিস্টাডম স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে।

তাছাড়া আনসুল গুপ্তা আরও বলেন, উত্তরপূর্বের অন্যান্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভিস্টাডম স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যাপারে আলোচনা চলছে। পর্যটনের দৃষ্টি থেকে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং এবং মণিপুরের ইমফলে ন্যারোগেজ রেলপথে টয় ট্রেন চালানোর পরিকল্পনার কথা জানান জিএম।

সাংবাদিক সম্মেলনে জিএম আনসুল গুপ্তা বলেন, প্রথম অবস্থায় এই ভিস্টাডম ট্রেন সপ্তাহে দুদিন, বুধ ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলঙের মধ্যে চলাচল করবে। পরবর্তীতে পর্যটকদের চাহিদা অনুসারে সপ্তাহে সাত দিন ট্রেনটি চালানোর চিন্তাভাবনা করা হতে পারে। সেই সঙ্গে ট্রেনটি শিলচর বা বদরপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করারও চিন্তাভাবনা করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া পর্যটকদের থাকার সুবিধার জন্য, বিশেষ করে রেলের পুরনো অতিথিশালাগুলিকে সংস্কারিত করে চালু করার ব্যাপারে চিন্তা চর্চা চলছে বলেও জানিয়েছেন জিএম আনসুল।

তিনি জানান, গুয়াহাটি থেকে নিউ হাফলং পর্যন্ত প্রস্তাবিত ভিস্টাডম ট্রেনে থাকবে দুটি এগজিকিউটিভ ক্লাসের কামরা ও চারটি এসি চেয়ারকার, একটি লাগেজ ভ্যান। ভিস্টাডম ট্রেনে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, যা পর্যটকদের আকর্ষিত করবে। কামরায় অত্যাধুনিক বড় কাচের জানালা সহ এর ছাদকেও সাজানো হয়েছে কাঁচ দিয়ে। কামরার ভিতরে বসেই যাত্রীরা খোলা আকাশ, পাহাড়, সেতু, সুরঙ্গ, পাহাড়ের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন আসনকে সম্পূর্ণ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে। তাছাড়া সাইট সিন দেখার জন্য রয়েছে লাউঞ্জ। কামরায় রটেশনাল আসন যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক হবে। তাছাড়া থাকবে ওয়াইফাই আধারিত যাত্রীদের জন্য সূচনা প্রণালী ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রিন, স্লাইডিং দরজা, সিসিটিভি সার্ভেইল্যান্স, ফায়ার অ্যালার্ম, মিনি প্যান্টি সহ অত্যাধুনিক সুবিধা।

গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত এগজিকিউটিভ ক্লাসের ভাড়া ১,০৩০ টাকা এভং এসি চেয়ার কারের ভাড়া ৪১৫ টাকা। প্রতি বুধ ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে ট্রেনটি যাত্রা করবে সকাল ৬.৩৫ মিনিটে এবং নিউহাফলং স্টেশনে পৌঁছবে ১১.৫৫ মিনিটে। এদিনই বিকেল ৫-টায় পুনরায় ট্রেনটি নিউহাফলং স্টেশন থেকে ছেড়ে রাত ১০.৪৫ মিনিটে এসে পৌঁছবে গুয়াহাটি। গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত ট্রেনটি ২ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে মাইবাং স্টেশনে। এদিকে পর্যটকরা এই ভিস্টাডম ট্রেনে হাফলং গিয়ে যে সব পর্যটনস্থল ঘুরে দেখতে পারবেন এর মধ্যে রয়েছে কাছাড়ি রাজার রাজধানী মাইবাঙের রাজবাড়ি ও এক পাথরের ঘর। তাছাড়া মাইবাং দেদাওদীপ জলপ্রপাত, জাটিঙ্গা পক্ষী নিবাস, হাফলং লেক, উমরাংসোর পানিমুর জলপ্রপাত ইত্যাদি আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল। এদিকে হাফলঙের বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা বলেন, ২৮ আগস্টের দিনটি ডিমা হাসাও জেলার জন্য ঐতিহাসিক হতে চলছে। কারণ পর্যটনের প্রচুর সম্ভাবনাময় অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলার জন্য শুরু হচ্ছে ভিস্টাডম ট্রেন। আর এই ট্রেন চালু হওয়ার পর পাহাড়ে বাড়বে পর্যটকদের ভিড়। এতে পাহাড়ের অর্থনৈতিক দিকও অধিক উন্নত হবে। এমতাবস্থায় পর্যটকদের আতিথেয়তা দিতে প্রস্তুত ডিমা হাসাও, দাবি করেন নন্দিতা গারলোসা। ২৮ আগষ্ট সকাল ৬.৩৫ মিনিটে গুয়াহাটি থেকে ভিস্টাডম ট্রেনটি যাত্রা করবে নিউহাফলঙের উদ্দেশ্যে। ভিস্টাডমের শুভ যাত্রার সূচনা করবেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনসুল গুপ্তা।

হিমাচলের মান্ডিতে ভূমিধস, অবরুদ্ধ চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে

মান্ডি (হিমাচল প্রদেশ), ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল গুরুত্বপূর্ণ চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে (৩ নম্বর জাতীয় সড়ক)। বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার পান্ডহর কাছে ধস নামে, পাহাড় থেকে বড়বড় পাথর গড়িয়ে আসে হাইওয়ের উপর। তাই চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। মান্ডির এএসপি আশিষ শর্মা জানিয়েছেন, হাইওয়ে থেকে পাথর সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

বৃহস্পতিবার মান্ডি জেলার পান্ডহর কাছে ৭ মাইলে ধস নামে। মান্ডি ও কুল্লুর মধ্যে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। হাইওয়ের উভয় দিকে আটকে পড়ে অসংখ্য যানবাহন। দ্রুততার সঙ্গে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। বিগত দু"দিন ধরে মান্ডি জেলায় লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। এদিন সকালেও মান্ডির আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গভীর রাতেই হাসপাতালে অভিনেত্রী, লক্ষ্মীবারেই আসতে চলেছে নুসরতের সন্তান

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): নিখিল-নুসরতের সম্পর্ক ভাঙার গুঞ্জনের মাঝেই তারকা-সাংসদ নুসরতের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর মেলে। এরই মাঝে সময় আগত নুসরতের গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম নেওয়ার। শোনা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবারই অর্থাৎ লক্ষ্মীবারেই আসতে চলেছে নুসরতের সন্তান। ইতিমধ্যেই শহরের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অভিনেত্রী। তৃণমূলের সাংসদের পাশাপশি নুসরত অভিনেত্রীও বটে। নিখিলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর আলাদাই থাকতেন অভিনেত্রী। এরই মাঝে শোনা যায় নুসরতের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর। বৃহস্পতিবারই শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন অভিনেত্রী। আর সেই জন্য বুধবার গভীর রাতেই হাসপাতালে ভর্তি হন নুসরত।

প্রয়াত বাচিক শিল্পী গৌরী ঘোষ, শোকবিহ্বল মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী গৌরী ঘোষ। না-ফেরার দেশে চলে গেলেন 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এর 'কুন্তী'। বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত কয়েকদিন ধরেই ভর্তি ছিলেন আরএন টেগোর হাসপাতালে। বেশ কয়েকদিন আগে তাঁর স্ট্রোকও হয়েছিল, তারপর থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের শেষ কিছুদিন ছিলেন ভেন্টিলেশন সাপোর্টে। কিন্তু গৌরী ঘোষকে প্রাণে বাঁচাতে পারলেন না চিকিৎসকরা, বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গৌরী ঘোষের প্রয়াণে শোকের ছায়া সংস্কৃতি মহলে। স্বামী তথা বাচিক শিল্পী পার্থ ঘোষের সঙ্গে তাঁর জুটি বেঁধে কবিতা, নাটক পরিবেশন অনেকেরই স্মৃতিতে থাকবে। গৌরী ঘোষের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌরী ঘোষের আত্মীয়-পরিজন এবং অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। বুধবার রাত থেকেই গৌরীর অবস্থার অবনতি হয় বলে জানা গিয়েছে। আশি পেরিয়ে ছুটি নিলেন তিনি। রেডিওতে উপস্থাপক হিসেবে আবৃত্তিকার দম্পতি পার্থ-গৌরীর পেশাজীবন শুরু। দীর্ঘ দিন তাঁরা আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

চিনা মাঞ্জায় মা উড়ালপুলে ৩ মাসে দুর্ঘটনার শিকার ১২, ক্রমেই বাড়ছে আতঙ্ক

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): যত দিন যাচ্ছে মা উড়ালপুল যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে। প্রায়ই প্রতিদিনই মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় আহত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। গত কয়েক বছর ধরে মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় আহত হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন বহু বাইক আরোহীর। চিনা মাঞ্জায় মা উড়ালপুলে গত ৩ মাসে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ১২ জন, বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর কলকাতা পুলিশ সূত্রে।

প্রতিনিয়ত কলকাতা পুলিশের তরফে শহরবাসীকে সচেতন করা হয় চিনা মাঞ্জার ব্যবহার না করার জন্য। কিন্তু, সেই সচেতনতায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মা উড়ালপুলে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায় চিনা মাঞ্জার দাপট। গতবছর লকডাউনের সময় মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় আহত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক বাইক আরোহীর। দুর্ঘটনা তো ঘটছে অহরহ।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মা ফ্লাইওভারের উপর চিনা মাঞ্জায় গত ৩ মাসে ১২ জন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। প্রত্যেকেই বাইক আরোহী। আর বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে প্রগতি ময়দান থানা এলাকার উপরের অংশে। এই দুর্ঘটনা কমাতে ইতিমধ্যেই কেএমডিএ-কে গোটা উড়ালপুল নেট দিয়ে ঘিরে ফেলতে আবেদন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, টেকনিকাল এক্সপার্ট টিমের সবুজ সঙ্কেত মিললেই শুরু হবে কাজ।

কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বিমান লক্ষ্য করে গুলি

কাবুল, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, এলোপাথারি গুলিবৃষ্টি। বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে, তবে হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। ৩১ অগস্টের আগে বিমানবন্দরে চলছে বিভিন্ন দলের উদ্ধারকারী দলের ততরতা। সূত্রের খবর, ইতালির উদ্ধারকারী বিমান লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। বিস্ফোরণে কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়েছে বহু মানুষ। পেন্টাগনের প্রেস সচিব জন কিরবি টুইটে জানিয়েছেন বিস্ফোরণের কথা। তবে হতাহতের খবর তিনি দিতে পারেননি।

শুধু কাবুল বিমানবন্দরই নয়, শহরের কয়েকটি জায়গায় বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ক'দিন আগেই বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল আইএস। বিস্ফোরণের পিছনে তাদেরই হাত রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত শিক্ষককে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ওই দিনের মধ্যে সমস্ত শিক্ষককে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি দু'কোটি প্রতিষেধক বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া বলেন, "রাজ্যগুলি যেমন প্রতিষেধক পায়, এই মাসেও তেমন সংখ্যক প্রতিষেধক তো পাবেই। উপরন্তু শিক্ষকদের জন্য ২ কোটি বাড়তি টিকা পাবে রাজ্যগুলি।"

শিক্ষকদের টিকাকরণ ও স্কুল খোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন কোভিড টিকা সংক্রান্ত সরকারের উপদেষ্টা কমিটির প্রধান এন কে অরোড়া। তাঁর মতে, ধাপে ধাপে স্কুল খোলার সময় এসেছে। তবে তার আগে পড়ুয়াদের বাবা-মা ও বাড়ির প্রাপ্তবয়স্কদের টিকাকরণ জরুরি। হিন্দুস্থান সমাচার

ডেল্টা প্রজাতির দৌরাত্ম্য, অস্ট্রেলিয়ায় লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ

সিডনি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্রজাতির দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে অস্ট্রেলিয়ায়। কোভিড-মহামারীর মধ্যে এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারা দিনে) অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৯৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩ জন রোগীর।

বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন করে ১,০৯৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭,৮২৬ জন। নতুন করে ৩ জনের মৃত্যু পর প্রাণহানির সংখ্যা ৯৮৯-তে পৌঁছেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৩২,৬১২ জন, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৪,২২৫ জন।

সাফল্য এসটিএফ-এর, কলকাতায় হাতেনাতে পাকড়াও ২ অস্ত্র কারবারি

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ফের রাতের কলকাতায় হাতেনাতে পাকড়াও দুই অস্ত্র কারবারি। বুধবার গভীর রাতে রাজ্য পুলিশের এসটিএফের জালে ধরা পড়েছে দুই অস্ত্র কারবারি। বুধবার গভীর রাতে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে অস্ত্র আদান প্রদানের সময় হাতেনাতে দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে এসটিএফ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে মিলেছে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও নগদ টাকা।

জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন বিহার এবং অপরজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। এই দু"জন ছাড়াও এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে গোয়েন্দারা, এমনটাই খবর সূত্রের।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রক্তের রঙের নেপথ্যে

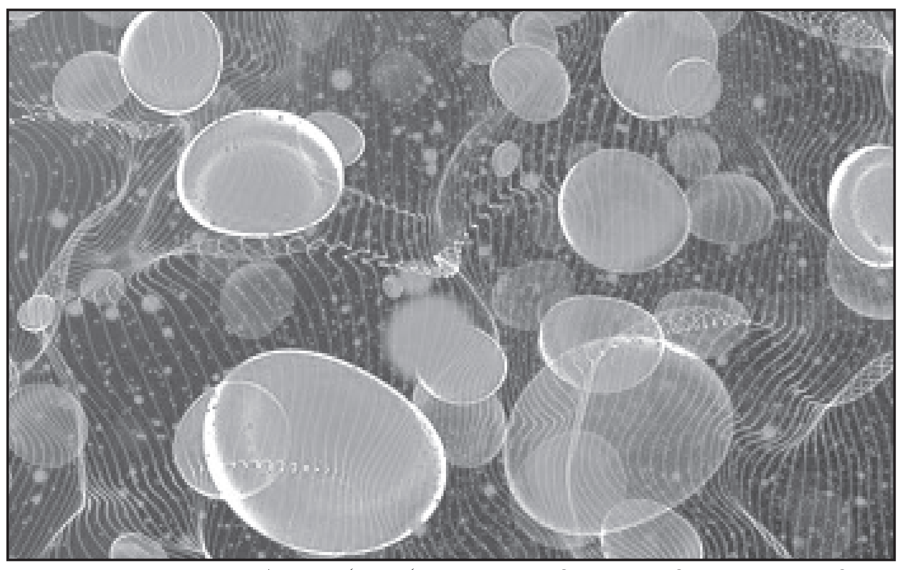

নুষের রক্তের রং লাল, সব সময়ই কি তাই? শরীরের কোনো স্থান যখন কেটে যায় তখন লাল বর্ণের রক্তই দেখা যায়। ক্ষতস্থানে টিস্যু পেপার রাখলে রক্ত একসময় বাতাসে শুকিয়ে যায়। তখন তা বর্ণ গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু এমনটা কেন হয়? আবার চামড়ার ওপর দিয়ে হাতের যে শিরা-উপশিরা দেখা যায়, তা দেখলে মনে হয় শরীরে যেন নীল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে! রক্তের এমন রঙের পেছনের কারণটা কী?

ব্যাপারটা বুঝতে প্রথমে জানতে হবে কীভাবে আমরা কোন রং দেখি। কোনো বস্তুর ওপর আলো পড়লে বস্তুটির দ্বারা আলোর কিছু অংশ শোষিত হয়। আর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখের রেটিনার ‘কোন’ কোষে পড়লে, সেখানে উপস্থিত রঞ্জক পদার্থ ওই আলো শোষণ করে। এরপর বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংশ্লিষ্ট রঙের দেখার অনুভূতি হয়।

মানুষসহ প্রায় সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় আছে হিমোগ্লোবিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থ। এটি উজ্জ্বল লাল বর্ণের আলোকে প্রতিফলিত করে। হিমোগ্লোবিনের মূল কাজ অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হৃপিণ্ড থেকে কোষে এবং কোষ থেকে হৃপিণ্ডে বহন করা। হিমোগ্লোবিন একটি জটিল যৌগ। হিমোগ্লোবিনে চার অণু প্রস্থেটিক গ্রুপ ‘হিম’, এক অণু গ্লোবিন নামক সরল প্রোটিন এবং লৌহ অণু ফেরাস আয়ন অবস্থায় থাকে। এক একটি হিমে কার্বন পরমাণুগুলো পরিবর্তনশীল একক ও দ্বিবন্ধনে যুক্ত হয়। এমন পরিবর্তনশীল কার্বন-কার্বন বন্ধনের জন্য হিম দৃশ্যমান আলোর কিছু অংশ শোষণ করে। লৌহ বা আয়রন রক্তে আলোর এই শোষণকে প্রভাবিত করে এবং উজ্জ্বল লাল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে প্রতিফলিত করে। ফলে এই আলো আমাদের চোখে পৌঁছালে মস্তিষ্কে লাল রং দেখার অনুভূতি হয়। অক্সিজেনসমৃদ্ধ হিমোগ্লোবিনের রং লাল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ হিমোগ্লোবিনের রং কালচে লাল। এই হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনসমৃদ্ধ হিমোগ্লোবিনের চেয়ে অধিক লাল আলো শোষণ করে। তাই সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মতো থাকে না। বরং কিছুটা কালচে হয়।

শিরার মধ্য দিয়ে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তার রং বাইরে থেকে নীল দেখায়। একসময় রাজপরিবার বা অভিজাত পরিবারের মানুষদের বলা হতো নীল রক্তের মানুষ। এর পেছনের কারণটি হচ্ছে এসব অভিজাত পরিবারের সদস্যরা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বা বিলাসবহুল প্রাসাদে বাস করতেন। কেউ কেউ হয়তো সূর্যের মুখও দেখতেন না। তাতে তাদের ত্বক থাকত অনেক বেশি ফরসা। অনেকটা ইট বা মাটিচাপা ঘাসের মতো। এর ফলে তাদের শিরার প্রবাহিত রক্ত ত্বকের বাইরে থেকেই বেশ বোঝা যেত। সে যাই হোক, শিরার রক্ত নীল দেখা যাওয়ার কারণটি হচ্ছে, দৃশ্যমান আলো শিরা এবং শিরা ঘিরে থাকা ত্বকীয় আবরণ উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

লাল আলো নীল আলোর তুলনায় ত্বকীয় কলাগুচ্ছ বা টিস্যুর বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে। অপরদিকে শিরায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, যা বেশি লাল আলো শোষণ করে। নীল আলো অধিক গভীরে প্রবেশ না করে অশোষিত অবস্থায় প্রতিফলিত হয় এবং শিরাতে নীল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে বলে মনে হয়। আবার টিস্যু পেপারে রক্ত যখন শুকিয়ে যায় তখন মূলত রক্তের হিমোগ্লোবিনের আয়রন অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ফেরাস অবস্থা থেকে জারিত হয়ে ফেরিক অবস্থায় চলে যায়। হিমোগ্লোবিনের এই রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তনের জন্য তার আলোর শোষণ এবং প্রতিফলনের মাত্রাও বদলে যায়। ফলে রক্ত তখন গাঢ় বাদামি দেখায়।

কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তে হিমোগ্লোবিন ছাড়াও থাকে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ। সে জন্য তাদের রক্তের রংও ভিন্ন হয়। যেমন মাকড়সা, স্কুইড, কিছু মলাস্কাদের (শামুক, ঝিনুক) রক্তে রঞ্জক হিসেবে থাকে হিমোসায়ানিন। হিমোসায়ানিনে আয়রনের পরিবর্তে তামা থাকে। তাই এদের রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ নীল হয়। হিমোসায়ানিনের রাসায়নিক গঠনের ভিন্নতার কারণে এটা নীল আলো প্রতিফলিত করে। কেঁচো, কৃমি প্রভৃতি প্রাণীর রক্তে রয়েছে ক্লোরোকুওরিন নামক রঞ্জক পদার্থ। সে জন্য এদের রক্ত সবুজ। কিছু সামুদ্রিক প্রাণীতে হিমোরিথ্রিন নামক রঞ্জকের জন্য তাদের রক্তের রং বেগুনি। অর্থাত রক্তের রং শুধু লালই নয়, বিভিন্ন রঞ্জকের উপস্থিতি, তাদের রাসায়নিক গঠন, আলোর শোষণ ও প্রতিফলনের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে রক্ত বিভিন্ন রঙের হতে পারে।

যেসব খাবারগুলি সিদ্ধ করে খাওয়া আরও বেশি স্বাস্থ্যকর, জেনে রাখুন সেই খাবারের নাম

খাবার নিয়ে অনেকেরই খুঁতখুতে স্বভাব আছে। শুধুমাত্র স্বাদ ভালো হলেই সেসব খাবার খান। কিন্তু পুষ্টিবিদদের মতে, শুধুমাত্র স্বাদ দেখেই খাবার খাওয়া ঠিক নয়। বরং যেভাবে খেলে খাবার থেকে বেশি পুষ্টিগুণ পাওয়া যায় সেই পদ্ধতিতেই খাবার খাওয়া উচিত। তাদের ভাষায়, এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা কেবল সিদ্ধ হওয়ার পরেই খাওয়া উচিত। কারণ এসব খাবারে যে পরিমাণে পুষ্টি আছে সিদ্ধ হওয়ার পরে সেগুলোর ভিতরের উপাদানগুলি কিছুটা পরিবর্তন হয়। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সবজি যদি সিদ্ধ করা হয় তবে আরও বেশি স্বাস্থ্যকর হয়। এই গবেষণায় বলা হয়, কিছু সবজি রয়েছে যেগুলো সিদ্ধ করা হলে ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ বেশি ধরে রাখে। এই সবজিগুলো সিদ্ধ করে খেলে ওজন কমাতেও সাহায্য করবে যে কারণে সিদ্ধ খাবার সবচেয়ে ভালো খাবার-দাবারে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা সহজে হজম হতে পারে না। তবে যখন খাবারটি সঠিকভাবে সিদ্ধ করা হয় তখন এই উপাদানগুলি শরীরে যায় এবং সহজে হজম হয়। এছাড়াও সিদ্ধ খাবার ওজন হ্রাস করতে সহায়তা করে, ত্বকের গঠন উন্নত করে, অ্যাসিডিটি কমায়, কিডনিতে পাথর প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। যেসব খাবার সিদ্ধ করে খেলে বেশি স্বাস্থ্যকর হয়- ভুট্টা : সারা দিন শরীরে অনেক পুষ্টি দরকার। ভুট্টাতে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি পাওয়া যায়। এর ভিতরে থাকা ভিটামিন বি স্বাস্থ্যের জন্য দারুন উপকারী। এ ছাড়া এতে কপার, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় এমন অনেক খনিজ উপাদান পাওয়া যায় যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শরীরকে নানা রোগ থেকে দূরে রাখে। ব্রকলি : ব্রকরি সুপারফুড হিসেবে পরিচিত। এতে কেবল ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, আয়রন এবং পটাসিয়ামই থাকে না, এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিনও পাওয়া যায়। শরীরের পুষ্টির জন্য সিদ্ধ করে স্যুপ হিসেবে ব্রকলি খেতে পারেন।

আলু : আলু যখন সিদ্ধ করা হয়, তখন ক্যালরি কমে যায়। যারা ওজন কমাতে চান, তারা এটি খেতে পারেন। চিংড়ি : চিংড়ি অন্যতম সেরা সামুদ্রিক খাবার হিসেবে পরিচিত। এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান শরীরকে নানা রোগ থেকে দূরে রাখে। এটি সিদ্ধ করে সালাদ বা স্যুপ দিয়ে খেতে পারেন। ডিম : সিদ্ধ ডিমের সাদা অংশে পাওয়া প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। কারণ এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। মটরশুঁটি : বিশেষজ্ঞরা বলেন, মটরশুঁটি কমপক্ষে ছয় মিনিট সিদ্ধ করা প্রয়োজন। সামান্য পরিমাণ লবণ ও মরিচ মিশিয়ে এটা সিদ্ধ করতে পারেন। এটা ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য ভালো।পুঁইশাক : গবেষণায় দেখা গেছে, মেথি ও পুঁইশাক সিদ্ধ করলে বেশি স্বাস্থ্যকর উপাদান পাওয়া যায়। ফুলকপি : ফুলকপি সিদ্ধ করে খাওয়া বেশি স্বাস্থ্যকর। এই পদ্ধতিতে ফুলকপিতে পুষ্টি ও ভিটামিন জমা থাকে। বাঁধাকপি : বাঁধাকপি সিদ্ধ করলে এর ভাপের একটি গন্ধ হয়। এই সিদ্ধ পানি খাবারের সুগন্ধ করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। গাজর : গাজর সিদ্ধ করার সময় সামান্য পরিমাণ লবণ ও মরিচ ছিটিয়ে দিন। সিদ্ধ গাজর চোখের জন্য ভালো।

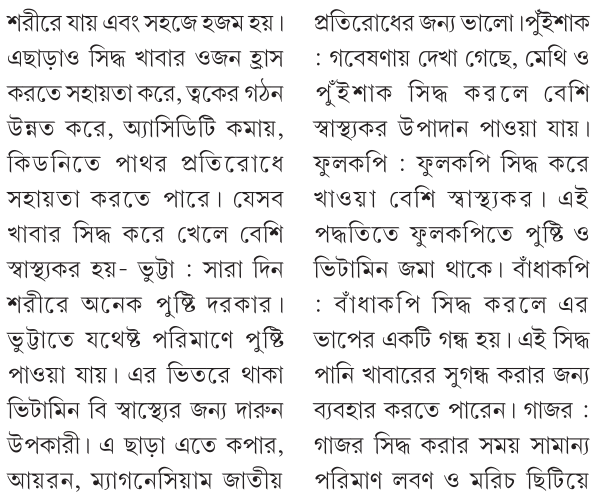

মশা দিয়ে মশা দমন

জীবজগতে কীটপতঙ্গ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণিগোষ্ঠী। এক হিসাবে দেখা গেছে, সমগ্র প্রাণিজগতের ৭২ শতাংশ কীটপতঙ্গ। দুই মেরু ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র কীটপতঙ্গের কমবেশি বিস্তার রয়েছে। আবার মেরু অঞ্চলের মানুষ ও বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণী দেহে ক্ষুদ্র আকারের পরজীবী প্রাণী রয়েছে।

প্রজাতি পরিসংখ্যানে এ পর্যন্ত ১০ লাখ কীটপতঙ্গের খবর পাওয়া গেছে। দিনে দিনে এর সংখ্যা আরও বাড়ছে। পৃথিবীতে যত জীবজ একক রয়েছে, এর প্রতিটিই প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের নির্দিষ্ট ভূমিকা ও কার্যকারিতা রয়েছে। এদের ব্যবহারে ও কার্যকারিতায় আমরা নানাভাবে উপকৃত হই। মধু, রেশম, গালা, মোমসহ আরও অনেক অতি মূল্যবান সম্পদ আমরা কীটপতঙ্গের উত থেকে পেয়ে থাকি। এ ছাড়া এদের অনেক অপকারী সদস্যকে খেয়ে কীটপতঙ্গ আমাদের কৃষিপণ্য উতাদনে সহায়তা দেয়। কীটপতঙ্গের পরাগায়ণের ভূমিকার কথাও সবার জানা আছে নিশ্চয়ই। অন্যদিকে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু, জিকা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এই মশক জাতীয় পতঙ্গের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা বারবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মশা। প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি যথার্থ উক্তি? বর্তমানে আমাদের দেশেও মশাবাহিত চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অনেকটা মহামারির আকার ধারণ করেছে, যাতে আমরা অনেকে আক্রান্ত হয়েছি। একই সূত্রের হিসাবে, গত বছর ৭০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়, এর মধ্যে ৪ লাখ ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। বর্তমান সময়ে জিকা ভাইরাসের সংক্রমণও বেড়ে চলেছে।

এরই মধ্যে অতি সম্প্রতি আর একটি দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। তা হলো, ম্যালেরিয়া ছড়ানোর একটি সুপার বাগ প্রজাতিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, যা ম্যালেরিয়ার জীবাণু ‘প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম’ বহন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সুপার ম্যালেরিয়া বর্তমানের চিকিতাবিদ্যার জানা ওষুধ আর্টিমিজিমি ও পিপারকুইন এ ক্ষেত্রে কাজ করছে না। প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন এই সুপার ম্যালেরিয়া প্রথম আবিষ্কার হয় কাম্বোডিয়ায়। এরপর তা থাইল্যান্ড, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েতনাম হয়ে আমাদের দেশের দিকে এগিয়ে আসছে বলে জানা যায়।

এর প্রতিরোধের জন্য অবশ্য একটি টিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। তবে এসব দুরারোগ্য রোগের বাহক মশা নিয়ন্ত্রণই এর প্রকৃত উদ্যোগ বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই মূলমন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ডারপাডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি এডিস মশার বিস্তার দমনে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সঙ্গে এক চুক্তি করেছে। এর নেতৃত্বে রয়েছে কালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা বিশ্ববিদ্যালয়। এই দলকে পররাষ্ট্র দপ্তর ১ কোটি ৪৯ লাখ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে।

এই বিজ্ঞানীরা এখন প্রাথমিকভাবে ‘মশা দিয়ে মশা দমনের কথা’ ভাবছেন। তাঁদের মূল পরিকল্পনা হলো এডিস মশার বংশগতিক কোষের (জিনে) সংশোধন এনে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত মশা উদ্ভাবন করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া। এই রূপান্তরিত মশা হবে আগ্রাসী এবং নতুন প্রজনন বা জন্ম না দেওয়ার ব্যাপারে বেশি কার্যকর। অর্থাৎ, রূপান্তরিত মশার মাধ্যমে প্রকৃতিতে যে ডিম ও অপরিণত মশা আসবে, তা হবে ক্ষণস্থায়ী। সেগুলো বেশি দিন প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারবে না। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক মশার সংখ্যা কমতে থাকবে। বিজ্ঞানীদের আশা, এই পদ্ধতি চালিয়ে যেতে থাকলে ভয়ংকর রূপান্তরিত রোগজীবাণুর বাহক মশাই সামগ্রিকভাবে কমে যাবে। অন্যদিকে রূপান্তরিত ছাড়া মশাগুলোও বেশি দিন বাঁচবে না। এই গবেষণা প্রকল্পের আনুমানিক সময়কাল চার বছর। আর জিন সম্পাদনার কৌশল হিসেবে অনেক বিজ্ঞানী ক্রিসপার ক্যাস৯ (ডিএনএ-কাঁচি) পদ্ধতিকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করছেন। এই পদ্ধতি জিন সম্পাদনার সুনির্দিষ্ট সর্বাধুনিক কৌশল। অবশ্য যেকোনো বিজ্ঞান গবেষণা পরিকল্পনার শুরুতে এর অনেক কিছুই অজানা থাকে। ক্রমে ক্রমে তা সংশোধিত ও পরিমার্জিত হতে থাকে।

সার্বিক বিবেচনায় ওপরে উল্লেখিত মশা দমন প্রক্রিয়াটি যে একেবারে নতুন বা মৌলিক, তা নয়। ষাট দশক ও এর পরবর্তী সময়ে উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক পর্যায়ে ‘পুরুষ কীটপতঙ্গকে বন্ধ্যা (প্রজনন ক্ষমতাহীন)’ করে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক সদস্যদের সংখ্যা কমানো যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। পুরুষ বন্ধ্যা প্রক্রিয়ায় কীটপতঙ্গ দমন বা এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনের গবেষণা ও প্রচলন শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে। তা প্রথমত ফলের মাছির ওপর শুরু হলেও পরে তা কিউরাসিও দ্বীপপুঞ্জের গবাদিপশুর স্ক্রু ওয়ার্ম মাছির (ঝপত্বড়িত ভষু) দমনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা পায়। এরপর এই পদ্ধতি কীটপতঙ্গ দমন প্রক্রিয়া হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (১৯৫৪-৫৫)। বন্ধ্যা পুরুষের সাহায্যে পুরো দ্বীপের এই ক্ষতিকর মাছি দমনের বিষয়টি ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এই প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সহায়তা নেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে এই প্রোগ্রাম, যা মূলত একটি বংশগতিক গবেষণাপদ্ধতি বিভিন্ন দেশে কীটপতঙ্গ দমনের ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয়।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা ভিয়েনার গবেষণাকেন্দ্রে একই ধরনের কাজ শুরু হয়। সত্তরের দশকে সেখানকার প্রধান গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে ছিল ফলের মাছি অন্যটি ছিল সেটসি (ঃংবঃংব) মাছি। ফলের মাছির সংক্রমণে পৃথিবীতে ক্ষতির পরিমাণ তখন ছিল ২০ শতাংশের মতো। অন্যদিকে সেটসি মাছির মাধ্যমে রক্তবাহিত অন্ধত্ব রোগ রোধ করা হয়। আমি ১৯৮৭ সালে ওঅঊঅ, ভিয়েনার ফলের মাছি দমন গবেষণার একজন সহযোগী বিজ্ঞানী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলাম।

আমরা বাংলাদেশের আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাভারেও ১৯৯০ সাল থেকে ফলের মাছি, ডালের মাছি ও শুঁটকি মাছের মাছির ওপর বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছি। এসব গবেষণায় আমরা বেশ উতাহজনক ফলাফল পেয়েছি। কিন্তু এর জন্য পুরোপুরি এলাকাভিত্তিক সফলতার যে সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা বিশাল অর্থের জোগান, দক্ষ জনবল ইত্যাদির ব্যবস্থা দরকার তা আমরা করতে পারিনি। তবে এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে আমাদের কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপের প্রকল্পটির সাফল্য আশা করা যেতে পারে। ওখানে শুঁটকি মাছের মৌসুমে ভিন্ন প্রজাতির চারটি মাছি ব্যাপক ক্ষতি করে। নষ্ট করে ফেলে শুকাতে দেওয়া শুঁটকি মাছ। সমূলে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও ঝওঞ পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট কমানো সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

এই দমননীতির পর্যায়গুলো হলো: ক. প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ শনাক্ত করা, খ. গবেষণাগারে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করা, গ. এদের প্রতিপালনের জন্য কৃত্রিম খাবার তৈরি করা, ঘ. পুরুষ পতঙ্গগুলোকে বন্ধ্যা করার পদ্ধতি নির্ণয় করা (এ ক্ষেত্রে পতঙ্গের শূককীট পর্যায়ে নিম্নমাত্রায় গামা-রশ্মি প্রয়োগ করা হতো। বর্তমানের মশা নিধনের ক্ষেত্রে যে ‘ডিএনএ-কাঁচি’ (ক্রিসপার ক্যাস৯) ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে, তা তখন ভাবাও সম্ভব ছিল না, প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পতঙ্গের মধ্যে শূককীট অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় আমেরিকার পররাষ্ট্রদপ্তরের মশা দিয়ে মশা দমনের যে পরিকল্পনা, তা তেমন অভিনব কিছু নয়। বরং মোটামুটি তেমন গবেষণা প্রকল্প ষাটের দশক থেকে চলে এসেছে। এমনকি আমাদের মতো বিজ্ঞানে অনুন্নত দেশেও।

উড়িধান: এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার দ্বার

‘ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা/ তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা’-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতেই হয়, আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ আসলেই এক সমৃদ্ধিশালী এবং সম্ভাবনার দেশ। বর্তমানে ধান উতাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ভাত এই বাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য। তাই ধান উতাদন একদিকে যেমন কৃষকের কর্মসংস্থান ও আয়ের মাধ্যম, অন্যদিকে তাঁদের শক্তি ও প্রোটিনের উত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক নোনা পানির জলোচ্ছ্বাস, উজানের নদীগুলোর প্রবাহ হ্রাস এবং খাওয়ার কারণে লবণাক্ততার মাত্রা ও লবণাক্ত অঞ্চলের পরিমাণ প্রতিবছর বাড়ছে। এই বর্ধিত লবণাক্ত অঞ্চলগুলো ধান উতাদনের অনুপযোগী। পাশাপাশি উচ্চফলনশীল ধানের জাতগুলো লবণাক্ততা ও খরায় অধিক সংবেদনশীল হওয়ায় কৃষকেরা বাধ্য হয়ে স্থানীয় ধানের জাত চাষ করেন, যার ফলন খুব কম। এ সমস্যাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ইতিমধ্যে চারটি মধ্যম মাত্রার লবণসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য না থাকার কারণে এদের মধ্যে ব্রি-ধান ৪৭ ছাড়া বাকিগুলো তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। তা ছাড়া অতিমাত্রায় লবণ

সহনশীল বৈশিষ্ট্যের দেশীয় ধানের জাত খুবই নগণ্য। কিন্তু আশার কথা হলো বাংলাদেশে এমন একটি বন্য ধানের প্রজাতি আছে, যেটা সামুদ্রিক পানির সমতুল্য লবণ পরিবাহিতা (২০০-৪০০ মিলিমোলার) সম্পন্ন মাটিতে জন্মাতে পারে। বন্য ধানের জাতটি স্থানীয়ভাবে উড়িধান নামে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম: দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল টেকনাফ থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা এই ধানের আবাসস্থল। এর ক্রোমোজোম সংখ্যা হলো ৪৮। অন্যদিকে সাধারণ ধানের ক্রোমোজম সংখ্যা হলো ২৪। এই ধান সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে স্বল্প পরিমাণে ফলন দেয়। উড়িধানের প্রকৃতি সাধারণ ধানের চেয়ে নরম ও খেতে সুস্বাদু। অপরিপক্ব অবস্থায় এ ধানের বীজ গাছ থেকে পড়ে শুকিয়ে যায়। তাই এর বীজ থেকে নতুন চারা জন্মানোর উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। তাই বীজ থেকে বংশবিস্তার না করে এরা রাইজোমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। লবণসহিষ্ণু বৈশিষ্ট্যের দাতা হিসেবে এই ধানের ওপর গবেষণা করা একান্ত জরুরি এবং সময়ের দাবি। উড়িধান চারিত্রিক দিক দিয়ে বহুবর্ষজীবী এবং উচ্চমাত্রার লবণসহিষ্ণু হওয়ার কারণে সাধারণ ধানের সঙ্গে সংকরায়ণের মাধ্যমে এর মতো নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন সম্ভব। হয়তো সেই নতুন প্রজাতিটিও একাধারে লবণসহিষ্ণু, বহুবর্ষজীবী, মধ্যম মানের ফলনশীল ও পরিবেশবান্ধব হবে। এ ছাড়া সংকরায়ণের মাধ্যমে সাধারণ ধানের মধ্যে উড়িধানের লবণসহিষ্ণু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা গেলে সেটি ধান গবেষণায় এনে দেবে নতুন এক মাত্রা। বিদেশের একদল গবেষক সংকরায়ণ প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি গমের জাত উদ্ভাবন করেছেন। সেটা প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ও যেখানে পিতা-মাতা হিসেবে একটি বন্য ও একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত ব্যবহৃত হয়েছিল। অধ্যাপক ড জেবা ইসলাম সিরাজের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্টবায়োটেকনোলজি ল্যাবের একঝাঁক তরুণ গবেষক এ কাজ সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু সংকরায়ণ একটি সময়সাপেক্ষ জটিল প্রক্রিয়া ও সাধারণ ধানের সঙ্গে সংকরায়ণের সময় এই বন্য ধানের ক্রামোজোম সংখ্যা সম্ভবত পরিমাণে কমে যায়। তাই উড়িধানের লবণসহিষুওতা প্রদানকারী জিনগুলো শনাক্ত করে সাধারণ ধানের জাতে প্রতিস্থাপন করা গেলে অতি অল্প সময়ে আমরা উড়িধানের লবণ সহনশীলতার উপযোগিতা আমাদের সাধারণ ধানের জাতের মধ্যে পাব। কয়েক বছর আগে এই ধানের জিনগত রহস্য উন্মোচনের প্রথম ধাপ হিসেবে সাধারণ ও সামুদ্রিক লবণাক্ত পানির উপস্থিতিতে এর ট্রান্সক্রিপ্টোমের (জিনগত তথ্য) ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই উপাত্ত থেকে উড়িধানের লবণ নিষ্কাশনকারী জিনগুলো শনাক্তকরণ ও সাধারণ ধানে তা প্রতিস্থাপন সহজ হবে। যেহেতু উড়ি একটি সম্ভাবনাময় বন্য ধানের জাত, তাই দেশ-বিদেশে সর্বত্র এটি নিয়ে গবেষণা চলছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, লবণসহিষ্ণুতার জন্য উড়িধানের পাতায় লবণ গ্ল্যান্ড (গ্রন্থি) থাকে। এর মাধ্যমে এটি অতিরিক্ত লবণ কোষের বাইরে বের করে দিয়ে লবণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে গাছকে রক্ষা করে। একই সময়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমের কাজও নিয়ন্ত্রণ করে এটি। এই ধানের এনজাইমগুলো সাধারণ ধানের জাতের মতোই, কিন্তু এদের লবণের ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। উড়িধানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও ডিটক্সিফিকেশন (ক্ষতিকর পদার্থ নিঃশেষকরণ) ক্ষমতা খুবই দক্ষ, যা অতিরিক্ত লবণের কারণে তৈরি হওয়া ত্রুটি প্রতিরোধে সহায়তা করে। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল থেকে উড়িধান সংগ্রহ করে মাটির পাত্র ও হাইড্রফোনিক (পুষ্টিকর মাধ্যম) এ জন্মানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করতে বরাকবাসীর মতামত যাচঞ্চা কংগ্রেস-ত্যাগী দাইয়ানের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ দুই দশকের অধিক সময় ধরে দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করার পরও, বিনিময়ে মিলেছে শুধু অবজ্ঞা আর অবহেলা। রাগে দুঃখে অভিমানে সদ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পদ সহ দলের সাধারণ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দলের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তরুণ আইনজীবী দাইয়ান হুসেন। নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করতে এবার তিনি উপত্যকাবাসীর মতামত চেয়েছেন। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বরাক উপত্যকার সংখ্যালঘু সহ সকল সম্প্রদায় ও জাতি জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অনেক কিছুই করার প্রত্যাশা থাকলেও শুধুমাত্র সুবিধাবাদী ও প্রবঞ্চক প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কারণে সাধারণ জনগণের জন্য কিছুই করতে পারেননি, আক্ষেপ দাইয়ান হুসেনের। ফের একবার কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা করে দাইয়ান হুসেন বলেন, দলের দুর্দিনে এবং সুদিনে দীর্ঘ ২৩ বছর দলের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থ ভাবে শ্রমদান করলেও ভাগ্যে জুটেছে শুধু অবজ্ঞা আর অবহেলা। অথচ নির্বাচনের সময় রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রবঞ্চক কংগ্রেস দল কোনও শর্তই পূরণ করেনি বলে অভিযোগ তুলেন দাইয়ান। এতে অতীতে জনগণের অনেক বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়েছে বলেও আক্ষেপ করেন তিনি।

কংগ্রেস ত্যাগ করে দাইয়ান এবার নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করার আগে বরাক উপত্যকাবাসীর মতামত চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। গত কয়েকদিনে সামাজিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে জারিকৃত দাইয়ানের বিজ্ঞপ্তি উপত্যকার কয়েক হাজার জনগণের কাছে তাঁর এই বার্তা পৌঁছার খবর পাওয়া গিয়েছে। এই বার্তায় দল ছাড়ার অভিমান সহ নানা বঞ্চনার বহু বিস্ফোরক তথ্য খোলাসা করায় এ সব বিষয় উপত্যকার জনমনে ব্যাপক হারে চর্চিত হচ্ছে। দিশপুরে অবসানরত আইনজীবী দাইয়ান হুসেন বরাক উপত্যকাবাসীর উদ্দেশ্যে এক প্রেস বার্তা জারি করে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ১৯৯৮ সালে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ ছাত্র রাজনীতি থেকেই রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করে ক্রমান্বয়ে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সহ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সান করে নেওয়ার দীর্ঘ সফরে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবিলা করেছেন। আর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক সফরের প্রতিটি ধাপেই কোনও না-কোনও ভাবে তিনি দলের তরফ থেকে অবজ্ঞা এবং অবহেলার শিকার হয়েছেন। দাইয়ান অভিযোগ করেন, প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে একটি অপশক্তি কাজ করছে। আর এই অদৃশ্য অপশক্তি দলের উচ্চ-শিক্ষিত যুব নেতৃত্বকে সর্বদাই দমিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস দল শুধুমাত্র পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিতেই আস্থাশীল। যুবসমাজের উপযুক্ত নেতৃত্বকে, বিশেষ করে কোনও সংখ্যালঘু নেতাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাজ্য সহ সমগ্র দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার জন্য কংগ্রেস দলকে দায়ী করেন সদ্য দলত্যাগী তরুণ আইনজীবী দাইয়ান হুসেন। বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের অনগ্রসর সংখ্যালঘু জনগণের স্বার্থরক্ষার লড়াই দীর্ঘায়িত করতে নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করতে চান দাইয়ান। আর এই নতুন রাজনৈতিক ইনিংসে এবার বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও বুদ্ধিজীবী মহলের মতামত ও সুপরামর্শ কামনা করেছেন তিনি।

বিজেপির তফশিলি জাতি মোর্চার নবনিযুক্ত প্রদেশ সভানেত্রী মুন স্বর্ণকারকে সংবর্ধনা দক্ষিণ করিমগঞ্জে

সুপ্রাকান্দি (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : জন্মভূমি ও কর্মভূমি করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক উন্নয়নে নিজের একশো শতাংশ অ্যাফোর্ট নিংড়ে দেব। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা যে ভরসা দেখিয়েছেন, এতে উত্তীর্ণ হওয়াই হবে আমার প্রাথমিকতা। সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে মাসে একদিন করে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে এখন থেকে বৈঠক হবে বিভিন্ন মোর্চার। মোর্চার কর্মকর্তারা মাসে মাসে রিপোর্ট তৈরি করে প্রদেশ নেতৃত্বকে পাঠাবেন এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে ফলোআপ করা হবে। দক্ষিণ করিমগঞ্জে এক সংবর্ধনা সভায় এমন মন্তব্য করেছেন বিজেপির তফশিলি জাতি মোর্চার নবনিযুক্ত প্রদেশ সভানেত্রী মুন স্বর্ণকার। দক্ষিণ করিমগঞ্জের তফশিল জাতি অধ্যুষিত এলাকা সুপ্রাকান্দিতে অসম প্রদেশ তফশিলি জাতি মোর্চার নবনিযুক্ত সভানেত্রী মুন স্বর্ণকারকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপি। মণ্ডলের সভাপতি অভিজিৎ রায়ের পৌরোহিত্যে বুধবার রাতে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় মুন স্বর্ণকার তাঁর বক্তব্যে নিজেকে একজন পশ্চাদপদ এলাকার মেয়ে হিসেবে বর্ণনা করে তফশিলি সমাজ সহ গ্রামাঞ্চল ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে সর্বদা পাশে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে জেলাস্তরে একটি তফশিলি জাতি সম্মেলন করে সকলের পাশে থেকে সমস্যাগুলি শুনে তার আশু সমাধানের প্রচেষ্টা নেবেন বলেও কথা দেন বিজেপি নেত্রী মুন। সংবর্ধনা সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রতি সর্বক্ষেত্রে অবহেলায় আজ এই কেন্দ্র অভিভাবকহীনতায় ভুগছে। এছাড়া এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল শনবিল অঞ্চলের উন্নতি এবং এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে কোনও নেতা গুরুত্ব না দেওয়ায় অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বিষয়টি অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার দরবারে তুলে ধরার জন্য মুন স্বর্ণকারকে অনুরোধ করেন তিনি। বিজেপি নেতা অমরেশ রায় পশ্চাদপদ তফশিলি সমাজ ও গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেলা স্তরে প্রত্যেক নেতার উদাসীনতার কথা তুলে ধরেন। বিজেপি দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি অভিজিৎ রায় তাঁর বক্তব্যে নবনিযুক্ত অসম প্রদেশ তফশিলি জাতি মোর্চার সভানেত্রী মুন স্বর্ণকারের ঢালাও প্রশংসা করেন এবং অবহেলিত দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রতি সর্বদা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। এদিনের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সুপ্রাকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর সভানেত্রী কল্পনা রায়, দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দাস, বাসব চক্রবর্তী, দক্ষিণ করিমগঞ্জ তপশিলি মোর্চার সভাপতি সজল রায়, দক্ষিণ করিমগঞ্জ কিষাণ মোর্চার সভাপতি অমিত নাগ, দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুব মোর্চার সভাপতি জ্যোতিষ্ক পোদ্দার, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মান্টি দে, সম্পাদক জয় দাস, পূর্ণিমা নাগ, রেহান উদ্দিন, লীলা রায়, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ।

পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ বেড়ে ৪,৫৫৩, ৮৫ বেড়ে মোট মৃত্যু ২৫,৩২০

ইসলামাবাদ, ২৬ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৫৫৩ জন। মৃত্যুর সংখ্যা ফের কমেছে, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের। ৮৫ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৫,৩২০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১৪০,৪১১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০২২,৮৪৭ জন।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৫৫৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৪০,৪১১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯২,২৪৪। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৭.৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

কাবুলে ফের সাংবাদিক নিগ্রহ তালিবানের, কেড়ে নেওয়া হল ক্যামেরা, ফোন

কাবুল, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : ফের আগনানিস্তানে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটল। খবরে প্রকাশ, জিয়ার খান ইয়াদ নামে এক সাংবাদিককে মারধর করে তালিবান জঙ্গিরা। কেড়ে নেওয়া হয় ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন। কাবুলের একটা অংশে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিয়ে খবর করায় তালিবান রোষে পড়েন জিয়ার। এরপরই সাংবাদিক জিয়ার ইয়াদ ও তাঁর সঙ্গী চিত্রগ্রাহককে বেদম মারধর করা হয়।

সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে জিয়ার ও তাঁর সঙ্গী চিত্রগ্রাহককে কাবুলের হাজি ইয়াকুব অঞ্চলে মারধর করে তালিবান জঙ্গিরা। জিয়ার জানিয়েছিলেন, তাঁদের ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ, আফগানিস্তানের দখল তালিবানের হাতে যাওয়ার পর থেকে সেখানে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীর ওপর হামলা হচ্ছে।

জিয়ারের ঘটনা আফগানিস্তানে কর্মরত সাংবাদিকদের মনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। অনেকেই এই পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং জিয়ার সহ সাংবাদিক নিগ্রহ ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন। তালিবানের সাংস্কৃতিক কমিশনের উপপ্রধান আহমাদুল্লা ওয়াসিকও হত্যার খবর খারিজ করে বলেন, ওকে (জাহির) হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বাবার ইচ্ছাপূরণ করে এবার ভারতীয় দলে তরুণী পেসার রেনুকা সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : বাবার স্বপ্নই সত্যি পূরণ করলেন রেনুকা সিং ঠাকুর। এবার ডাক পেলেন ভারতীয় মহিলা টি-২০ দলে। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে একটি মাত্র ম্যাচ খেলেছিলেন রেনুকা। তবে সেখানকার নেটে বল করে পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছিলেন। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁকে কাজে লাগবে বলেই মনে করছেন তরুণী পেসার। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন রেনুকা সিং ঠাকুর। সেই বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন ক্রিকেটের প্রতি বাবার কতটা টান ছিল। বাবা চেয়েছিলেন খেলার মাধ্যমে ছেলে মেয়ে গর্বিত করুক দেশকে। বাবা কেহর সিং ঠাকুর তাঁর প্রিয় ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলির নামে নাম রেখেছিলেন ছেলের। রেনুকার দাদা বিনোদ দেশের হয়ে ক্রিকেট খেলতে না পারলেও তিনি পেরেছেন।

২০১৯ সালে বিসিসিআই-এর ঘরোয়া একদিনের প্রতিযোগিতায় ২৩টি উইকেট নেন রেনুকা। তিনিই ছিলেন সর্বাধিক উইকেট শিকারি। সেই বছরেই ডাক আসে ভারত এ দলের হয়ে খেলার। অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যান তিনি। রেনুকার কোচ পবন সেন বলেন, "২০০৯ সালে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে আসে রেনুকা। খুব ফিট ছিল ও। ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দৌড়ত রেনুকা। ধীরে ধীরে ওর বলের গতিও বাড়তে থাকে। ওর আসল শক্তি বলের লাইন এবং লেংথ ঠিক রেখে ইনসুইং করে যাওয়া। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে অনূর্ধ-১৯ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে রেনুকা। ওর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল এই হ্যাটট্রিক।"

কানপুরে বাড়ির ছাদ ভেঙে মা ও দুই শিশুর মৃত্যু, প্রাণে বাঁচলেন বাবা

কানপুর, ২৬ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে তিন-তলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল মা ও দুই সন্তানের (ছেলে ও মেয়ে)। বৃহস্পতিবার সকালে কানপুর শহরের বেকানগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ওই বাড়ির প্রথম তলের ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয় ৩০ বছর বয়সী মহিলার ও তাঁর দুই সন্তানের। গুরুতর আহত হয়েছেন ওই মহিলার স্বামী, তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (কানপুর পূর্ব) অনুপ সিং জানিয়েছেন, তিন-তলা বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন বাবা, মা ও দুই সন্তান। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িটি ভেঙে পড়ে। ৪ জনকে উদ্ধার করে উরসুলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু মা, ছেলে ও মেয়েকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওই মহিলার স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নয়টি মামলা নথিভুক্ত করে ফেলল সিবিআই

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই নয়টি মামলা নথিভুক্ত করে ফেলল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সূত্র মারফত জানা গেছে, তদন্তকারী সংস্থার চারটি বিশেষ ইউনিট কলকাতা থেকে রাজ্যজুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত করছে। এছাড়া আরও কিছু মামলা শীঘ্রই নথিভুক্ত হতে চলেছে, যার মধ্যে কয়েকটি রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজ্যের বিরোধী দলগুলি বারবার অভিযোগ এনেছে যে বাংলায় মাত্রাছাড়া হিংসা হয়েছে, তাও নির্বাচনের পরে। সেই মামলায় প্রথমে তদন্ত করেছিল মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু রাজ্যের শাসক দল কমিশনের তদন্তের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। হাইকোর্ট সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সিবিআই তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং সিটকে অন্তর্বর্তীকালীন তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এক সপ্তাহ পরেই নয়টি মামলার সন্ধান পেল সিবিআই। নির্বাচন পরবর্তী মামলা নিয়ে যে রাজ্যের শাসকদলের চিন্তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। সিবিআইয়ের হাতে আর পাঁচ সপ্তাহ সময় আছে, এখন কীভাবে তাঁরা তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় ও তদন্তের ফলাফল কী হয় সেটাই দেখার।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত ১৯ আগস্ট হাইকোর্টের পাঁচ সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে, হত্যা, ধর্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের তদন্ত করবে সিবিআই। এছাড়া বাকী অভিযোগের তদন্ত করবে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট।

পাচারের আগেই উদ্ধার হাজার টিয়া, জালে মূল ২ পাচারকারী

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ভোর রাতে মাইথনের কাছে ডুবুরডিহি চেকপোস্ট থেকে প্রায় হাজারটি বিভিন্ন প্রজাতির টিয়া উদ্ধার করে দুর্গাপুরের বনদফতর। এই পাখি পাচার চক্রের খবর ছিল আগেই বনদফতরের কাছে। সিআইডির দল ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল বোর্ডের টিম এবং দুর্গাপুরের বনদফতর যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। যৌথ প্রচেষ্টায় জালে দুই পাচারকারী। উদ্ধার করা হয়েছে খাঁচাবন্দি টিয়াগুলোকে। প্রশাসনের কাছে এই খবর ছিলই। সেই সূত্রেই চলে অভিযান। বিহার থেকে কলকাতাগামী আসানসোলের সিং ট্রাভেলসের একটি বাসকে ধাওয়া করা হয়। সেখান থেকেই খাঁচাবন্দি প্রায় হাজার টিয়া উদ্ধার হয়। ধৃতদের এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের মধ্যে দুজন এই চক্রের মূল পান্ডা এদেরকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিল দুর্গাপুরের বনদফতর।

৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল রাজস্থান, কম্পন অনুভূত বারমের-যোধপুরে

জয়পুর, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মরুরাজ্য রাজস্থান। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় রাজস্থানের বারমের জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় যোধপুর থেকে ১০৬ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে।

এছাড়াও ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পুষ্কর থেকে ২৫৯ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে, আজমের থেকে ২৬৭ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে, বিকানের থেকে ২৭৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উৎসস্থল।

নন্দিতা-খুনের বিচার ফাস্টটর্যাক আদালতে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন, নতুন ৮০৪টি পদ সৃষ্টি সহ আরও সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেট বৈঠকে

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : ধেমাজির মরিধল কলেজের ছাত্রী, ঢকুয়াখনার বাসিন্দা নন্দিতা শইকিয়া হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া ফাস্টটর্যাক আদালতে হবে। রাজ্যে সৃষ্টি হবে ৮০৪টি নয়া পদ। এছাড়া কিছু বিধিনিষেধের আবর্তে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলবে। আজ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক তথা দ্বাদশ বৈঠকে এই সব সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে।

আজকের ক্যাবিনেট বৈঠকে শিক্ষা সংক্রান্ত, জেলাস্তরে সরকারি কর্মচারীদের বদলি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেনশন-প্রাপকদের পারিতোষিক বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি, সরকারি দফতরের নাম বদল ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস, শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু ক্যাবিনেট বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্য খোলাসা করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান, ধেমাজির মরিধল কলেজের ছাত্রী, ঢকুয়াখনার বাসিন্দা নন্দিতা শইকিয়া হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া ফাস্টটর্যাক আদালতে হবে। ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে রাজ্যের স্পেশাল ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিংকে।

শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু জানান, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আনলক প্রক্রিয়া। এ ব্যাপারে ৩০ অথবা ৩১ আগস্ট জারি হবে বিশেষ নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি)। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্যাকসিনেশন শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত সকল শিক্ষক-কর্মচারী, ১৮ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভ্যাকসিন শিবির আগামীকাল থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া, আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পঠন-পাঠন শুরু হবে বলেও আজকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলও খোলার ব্যবস্থা করবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের ডাবল ডোজ ভ্যাকসিন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ক্যাবিনেট বৈঠকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দফতরের নয়া নামাকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেট। সে অনুযায়ী এখন থেকে এই দফতরের নাম হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তন (সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ) বিভাগ, জানান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী কেশব মহন্ত। মন্ত্রী জানান, লোকনির্মাণ (পূর্ত) বিভাগের কাজকর্ম বেড়েছে। তাই সরকার বিভাগের সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ২০টি ডিভিশন সৃষ্টি করবে। এতে ডিভিশনাল অফিস ১৭ থেকে বেড়ে হবে ৩৭টি। এছাড়া লোকনির্মাণ বিভাগে এত দিন ছিল মাত্র পাঁচটি সার্কল। নতুন আরও আটটি সহ মোট ১৩ সার্কল সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাব-ডিভিশনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। ২৮টি নতুন সহ সাব-ডিভিশনের সংখ্যা হবে ৭৭টি। আগে ছিল ৪৯টি সাব-ডিভিশন। এর জন্য নতুন পদ সৃষ্টি হবে। বর্ধিত বিভাগগুলোর জন্য ৮০৪টি কারিগরি নতুন পদ সৃষ্টি করবে সরকার। কেবল তা-ই নয়, বেশ কয়েকটি নন-টেকনিক্যাল পদও সৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এছাড়া বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস জানান, মাজুলি, বজালি, দক্ষিণ শালমারায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের তিনটি নতুন ডিভিশন খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকের বৈঠকে।

কেশব মহন্ত জানান, ৩ সেপ্টেম্বর অর্জুন ভোগেশ্বর বরুয়ার জন্মদিনকে ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হবে। ক্রীড়া পেনশনের অর্থরাশি ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার করা হবে। তাছাড়া জাতীয় ক্রীড়া, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েল গেমস, অলিম্পিয়ানদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে গোটা জীবন পেনশন দেবে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে জেলার ভিতর জেলাশাসকদের সরকারি নির্দিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে আলোচনা-সাপেক্ষে তৃতীয় স্তরের কর্মচারীদের বদলি করার অধিকার প্রদান করেছে আজকের ক্যাবিনেট। নিম্ন অসমের বিটিএডি এলাকায় চলমান বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে দুই মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং উর্খাওগৌরা ব্রহ্মকে বলা হয়েছে। তাঁদের আগামীকালই বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

টুইন টাওয়ার হামলায় লাদেনের হাত ছিল না, দাবি তালিবানের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আজব দাবি তালিবানের। ৯/১১ টুইন টাওয়ার হামলায় হাত ছিল না তৎকালীন আল কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের। শুধু তাই নয়, জেহাদি সংগঠনটির মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ আরও দাবি, আফগানিস্তানে হানা দিতে টুইন টাওয়ার হামলাকে হাতিয়ার করেছিল আমেরিকা।

এক সাক্ষাৎকারে তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বলে, "২০ বছরের যুদ্ধের পরও ২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলায় লাদেনের জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ নেই। এই যুদ্ধের পক্ষে কোনও বৈধ যুক্তি নেই। এটা আমেরিকার জন্য হামলা চালানোর (আফগানিস্তানে) অছিলা মাত্র ছিল।" মার্কিন হানায় নিহত লাদেনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তালিবান মুখপাত্র আরও বলে "লাদেন যখন আমেরিকার কাছে একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে তখন আফগানিস্তানেই ছিল। কিন্তু লাদেনই যে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলা চালিয়েছিল, তালিবান সেই তথ্য মানে না।"

১৫ আগস্ট কাবুল দখলের পর থেকে বিশ্বের কাছে রীতিমত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তালিবান। আফগানভূম ফের সন্ত্রাসবাদীদের চারণভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছে ভারত, আমেরিকা-সহ বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশই। সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মুজাহিদ জানান, আফগানিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদ বাড়তে দেবে না তালিবান। মহিলাদের সুরক্ষা ও স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সে বলে, "আমরা মহিলাদের সম্মান করি। তাঁরা আমাদের বোন। তাঁদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং আমাদের উপর তাঁদের গর্ব হওয়া উচিত কারণ আমরা দেশের জন্য লড়াই করছি।"

উল্লেখ্য, টুইন টাওয়ার হামলার পর লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে রাজি হয়নি তালিবান। তারপরই সে দেশে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' লড়াই শুরু করে ওয়াশিংটন। আর মার্কিন ফৌজের সঙ্গে যোগ দেয় পাকিস্তান। তবে পাক সেনার সঙ্গে তালিবান-সহ প্রায় সমস্ত জেহাদি সংগঠনগুলির যোগ রয়েছে তা সবার জানা। ৯/১১ হামলার পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার লড়াইয়ে একপ্রকার ভয় দেখিয়ে ইসলামাবাদকে শামিল করেছিল জর্জ বুশ প্রশাসন। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ড্রোনের জন্য নতুন নিয়ম ঘোষণা যুগান্তকারী বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): প্রকাশিত হল ড্রোন নিয়ম ২০২১। এবার থেকে বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত কোনও কাজে ড্রোন ব্যবহার করার আগে মেনে চলতে হবে একাধিক নিয়ম। এই নতুন বিধি পুরোনো আনমেনড এয়ারক্রাফ সিস্টেমস রুলস ২০২১-এর বদলে ব্যবহার হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। ড্রোন বিধিকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ড্রোন বিধি:-

প্রথমত: এবার থেকে ড্রোনগুলির একটি শনাক্তকরণ নম্বর বা আইডি প্রয়োজন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডিজিটাল স্কাই প্ল্যাটফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে ড্রোনটির একটি ইউনিক আইডি তৈরি করতে হবে। তারপরেই সেটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: এই বিধির আওতায় ড্রোনের কভারেজ ৩০০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ৫০০কেজি করা হয়েছে যাতে ভারী প্লেলোড বহনকারী ড্রোন এবং ড্রোন ট্যাক্সি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তৃতীয়: ফর্ম/অনুমতির সংখ্যা ২৫ থেকে কমিয়ে ৫ করা হয়েছে।

চতুর্থ: লাইসেন্স ইস্যু করার আগে কোন নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম: অনুমতিগুলির জন্য ফি হ্রাস করা হয়েছে।

ষষ্ঠ: ড্রোন বিধিমালার অধীনে সর্বোচ্চ শাস্তি, কমিয়ে এক লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

সপ্তম: সবুজ, হলুদ ও লাল নির্দেশিত অঞ্চল গুলির সাথে ইন্টারঅ্যাকটিভ আকাশসীমা মানচিত্র ডিজিটাল স্কাই প্লাটফর্মে প্রদর্শিত হবে।

অষ্টম: হলুদ বা ইয়ালো জোন বিমানবন্দর পরিধি ৪৫ কিলোমিটার থেকে কমে ১২ কিলোমিটার হয়েছে।

নবম: বিমানবন্দর পরিধি থেকে ৮ থেকে ১২ কিলোমিটারের মধ্যে সবুজ অঞ্চলগুলিতে ৪০০ এবং ২০০ ফুট পর্যন্ত কোন ফ্লাইটের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

দশম: অবাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য মাইক্রো ড্রোন, ন্যানো ড্রোন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা গুলির জন্য কোন পাইলট লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় গো-বিজ্ঞান পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকারীরা পাবেন নগদ পুরস্কার

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্বহিন্দু পরিষদের গো-রক্ষা শাখা আগামী এক সেপ্টেম্বর অনলাইনে গো-বিজ্ঞান পরীক্ষার আয়োজন করবে। ওই পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অর্জনকারীদের নগদ পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। পরীক্ষাটি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। তবে জাতীয় স্তরে ওই পরীক্ষা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন তারিখে আয়োজন করা হবে। এ-বিষয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের গো-রক্ষা শাখার কেন্দ্রীয় সংগঠনমন্ত্রী তথা পূর্বোত্তরের প্রভারী গুয়াহাটি ক্ষেত্র উমেশচন্দ্র পোখওয়াল হিন্দুস্থান সমাচারকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।

উমেশচন্দ্র পোখওয়াল বলেন, বহু যুগ ধরে মানবসভ্যতার বিকাশ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় গো-বংশের রক্ষা এবং উন্নয়ন অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সমাজের সকল অংশের মানুষের ভারতীয় গো-বংশ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং স্থানীয় গো-বংশের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা গর্বের বিষয়। তাঁর কথায়, ভারতীয় গো-ধন আর্থিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভীষণ উপযোগী। সাথে তাঁর দাবি, জ্ঞানসমৃদ্ধ গো-দর্শন সমাজে নিয়ে আসা এবং ভারতীয় গো-বংশের সুরক্ষা, প্রচার এবং জনসচেতনতাই গো-বিজ্ঞান পরীক্ষা পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য।

পোখওয়ালের বক্তব্য, এই উদ্দেশ্য থেকেই বিশ্বহিন্দু পরিষদের গো-রক্ষা বিভাগ ১ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি ক্ষেত্রের অন্তর্গত অসম সহ সমগ্র পূর্বোত্তরে অনলাইনে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হবে। পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, মহিলা-পুরুষ, ছোট-বড় সকলেই অংশ নিতে পারবেন। গো-বিজ্ঞান পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষায় বসতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা।

তিনি বলেন, এই অ্যাপের মাধ্যমেই পরীক্ষার আয়োজন করা হবে। সকাল ৭-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া যাবে। পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা। ছয়টি ভাষায় পরীক্ষার্থীরা ভারতীয় গো-দর্শন পুস্তক পরীক্ষার্থীরা ডাউনলোড করতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, অ্যাপে ডেমো পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। তার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। সাথে তিনি জানান, পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর শংসাপত্র পেয়ে যাবেন।

উমেশচন্দ্র জানিয়েছেন, পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকারীদের নগদ পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। জাতীয় স্তরে প্রথম স্থানাধিকারী নগদ ২১ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ১১ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ৫,১০০ টাকা দেওয়া হবে। তেমনি, প্রান্তীয় স্তরে প্রথম পুরস্কার ৫,১০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩,১০০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ২,১০০ টাকা এবং জেলা স্তরে প্রথম ২,১০০ টাকা, দ্বিতীয় ১,৫০০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ১,১০০ টাকা দেওয়া হবে।

আক্রান্ত চার অটোচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ আগস্ট।। এক যুবকের সাথে অটো চালকের বাকবিতন্ডা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত গোটা তেলিয়ামুড়া শহর। চালক সহ আহত ৪ অটোচালক এবং সেই সেই যুবক।ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক তিনটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের সামনে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থেকে যাত্রী নিয়ে একটি যাত্রীবাহী অটো খাসিয়ামঙ্গলের দিকে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। এমন সময় অনিরুদ্ধ সাহা নামে এক উৎশৃংখল যুবক মোটর বাইক চালিয়ে এসে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে সুদীপ মালাকার নামে অটোচালকের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই বাকযুদ্ধ ধীরে ধীরে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

যুব মোর্চার সাইকেল র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ আগস্ট।। ৩১ আর কে পুর যুব মোর্চার উদ্যোগে আজ সকালে বাইক রেলীর মাধ্যমে রাখি উৎসব পালিত হয়। এই বাইক রেলীর মাধ্যমে উদয়পুর ৩১রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বাজার এলাকায় এবং পথ চলতি সাধারন মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে সৌভাতৃত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান আরকেপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি, সম্পাদক, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই বাইক রেলীতে বাইকের সংখ্যা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,২৬ আগস্ট।। ছাত্র দরদী সদা হাস্যময় প্রথিতযশা বিজ্ঞানের শিক্ষক জয়ন্ত চক্রবর্তী আজ অকালে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষক তথা কিল্লা ব্লকের ডেপুটি আই এস কর্ম সূত্রে তেপানিয়া ব্লকের আই এস ইনচার্জ উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী নিবাসী জয়ন্ত চক্রবর্তী(বাবুয়া নামেই বেশি পরিচিত) আজ বেলা সাড়ে তিনটায় কোলকাতা এপোলো হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। গত ১৯শে জুলাই তারিখে করোনার উপসর্গ নিয়ে তিনি কোলকাতার অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি হন। একই সময়ে উনার বাড়িতে সাত জন করোনা আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। হাসপাতালে তখন ওনার কোভিড ল্যাবেল ছিলো ৯/২৫।পাঁচ দিন পর ভ্যান্টিলেশান থেকে নর্মাল কোভিড ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু দুদিন পরে আবার শ্বাস কষ্ট দেখা দিলে পুনরায় আই সি ইউতে ভ্যান্টিলেশনে রাখা হয়। তারপর টানা ৩৫ দিন লড়াই করে অবশেষে পোস্ট করোনায় মৃত্যুর কাছে হার মানেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ আগস্ট।। আপনার সন্তানদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে মুখ্য মন্ত্রী শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশর অভিযান ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ ওই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যের সর্বত্র। আগামী ৩১ সে আগস্ট আগরতলায় সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখে হবে তার শুভ সূচনা।এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় সিএমও ডাক্তার জগদীশ নম একটি প্রেস মিটের আয়োজন করে সেখানে ডাক্তার নম বলেন মুখ্য মন্ত্রীর এই প্রকল্পকে আমরা সকলে মিলে যে ঘাটতি গুলি রয়েছে সেগুলো পূরণের চেষ্টা হবে, আমাদের লক্ষ্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জেলায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০২ জনকে এই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হবে।এই অভিযানকে সফল করার জন্য ১২৮৪ টি টিম গঠন করা হয়েছে যারা এই অভিযানকে সফল করে তুলবে।যে যে বিষয় গুলির ওপর জোর দেওয়া হবে সে গুলি হলো ৯ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের ভিটামিন ঙট্যাবলেট খাওয়ানো, ওআর এস এবং জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানো,আইরন ও ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানো কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো ইত্যাদি,নব প্রজন্মকে সুস্থ্য এবং রোগমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য আমাদের অঙ্গীকার।

মোবাইল চুরি উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,২৬ আগস্ট।। বাইক , বাই সাইকেল চুরির পর এবার মোবাইল চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুর বেলতলি সিদ্দিকউল্লা টিলায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ উদয়পুর চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ফর্ম ফিলাপ করতে যাওয়ার সময় দুই ছাত্র যখন স্কুলে যাচ্ছিলো তখন অপরিচিত দুই জন স্কুটি তে চেপে মুখে মাস্ক লাগিয়ে ছাত্রদের মোবাইল ফোনটি একটু ফোন করার জন্য দেওয়ার অনুরোধ করলে দয়া বশত ঐ দুই ছাত্রের একজন মোবাইল ফোনটি অপরিচিত স্কুটি চালকের হাতে দিতেই, স্কুটি চালক সজোরে স্কুটি নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দুই ছাত্র রাধাকিশোরপুর থানায় একটি ছিনতাইয়ের মামলা দায়ের করেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশ চোরের টিকির নাগালও পায়নি। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় মানুষ উৎন্ট্রিত আছেন।

সৌরপাম্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বড়কো বাড়িতে আজাদিকা অমৃত মহা উৎসব উদযাপন অংশ হিসেবে বড়কোবাড়িতে বায়ু ভিলেজে পিএম কুসুম সৌর পাম্প এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, নাবার্ড এর জেনারেল ম্যানেজার এম আর গোপাল, টোডার জেনারেল ডাইরেক্টর মহানন্দ দেববর্মা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম অধিকর্তা দেবব্রত মজুমদার।

আক্রান্ত রিক্সা শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ আগস্ট।। আবারো অমানবিক আচরণ লক্ষ্য করা গেলো উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি বেলতলি এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ উদয়পুর চন্দ্রপুর থেকে একজন অপরিচিত যাত্রী বেলতলি এলাকার হত দরিদ্র রিক্সা চালক মরন দাসের রিক্সায় চাপেন। কিছুদুর আসার পর ঐ অপরিচিত যাত্রী রাস্তায় জনশূন্যতার সুযোগ নিয়ে রিক্সা চালক মরন দাসের উপর চড়াও হয় এবং মরন দাসকে এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি চড় মারতে থাকে।পরবর্তীতে হত দরিদ্র রিক্সা চালক মরন দাস রাধাকিশোরপুর থানায় সুবিচার চেয়ে পুলিশের নিকট আবেদন করেন। পুলিশ ঘটনা শুনে মানুষের মানসিকতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে তার ব্যাখ্যা করেন সংবাদ মাধ্যমের নিকট। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ছি: ছি: রব উঠেছে এবং সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছেন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা।

কলমচৌড়ায় নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ আগস্ট।। কলমচৌড়া থানা অবৈধ নেশা সামগ্রী অপারেশনে গেলে আক্রমের শিকার। গতকাল কলমচৌড়া থানা অবৈধ নেশা সামগ্রী উদ্ধারের জন্য অপারেশনে ওত পেতে বসে পড়েন ভেলুয়ারচ এবং মানিক্যনগর এলাকায় পুলিশের নিকট গোপন খবর ছিল যে এই রাস্থা দিয়েই কফ সিরাপ নেশা সামগ্রী র গাড়ি আসবে।উক্ত খবরে সুএ মোতাবেক পুলিশ রন সাজেঁ সজ্জীত ছিল।তখন প্রায় ঘড়ি র কাটা নয়টা।এই মহূর্তে একটি বিলাশ বহুল গাড়ি আসছে দেখে পুলিশ সাইন দিয়ে কনো রকমে গাড়ি আটক করতে সক্ষম হয়েছে।জনাকয়েক নেশা কারবারি হঠাৎ কোথায় থেকে এসে দৈবচক্রে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে পালিয়ে গেছে। গাড়িটি সোনামুড়া সীমান্তে মালা মাল গুলো পাচার হবে বলে পুলিশের নিকট সংবাদ ছিল।গাড়ী আটকে তল্লাশি চালিয়ে ১১৮০বোতলকপ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে।যার বাজার মূল্য দু লাখ টাকা হবে।পুলিশ আক্রমণের শিকার হয়ে ও শিকারী গাড়ি টা নিজেদের আওতাধীন করতে পেরেছেন। গাড়ি র চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেছে। কিন্তু নেশা কারবারির দ্বারা কলমচৌড়া থানার দারোগা বাবু দূর্গা চরন রাঙখল ইহ লোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন। যদিও পুলিশের সাহষিকতার দরুন গতকালের সাফল্যের চাবিকাঠি। কেন বা কি কারনে নেশা কারবারিদের আটক করতে ব্যর্থহল তা কিন্তু প্রকাশ পেল না।

ভারতে ৪৬-হাজারের উর্ধে সংক্রমণ, ৬০৭ বেড়ে মৃত্যু ৪.৩৬-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কম হলেও ৬০০-র উর্ধেই রয়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ১৬৪ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৬০৭ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৪,১৫৯ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৩৩,৭২৫ জন (১.০৩ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১১,৩৯৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৮৭,২৮৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৬,১৬৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৩০ জন। ভারতে ৬০.৩৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬০,৩৮,৪৬,৪৭৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৮০,৪০,৪০৭ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬০৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৬,৩৬৫৪ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই, ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৪,১৫৯ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৭,৮৮,৪৪০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৬৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৭৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র কেরলেই বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১,৪৪৫ জন ও মৃত্যু হয়েছে ২১৫ জনের।

টিকাকরণে ফের রেকর্ড ভারতের, ৬০.৩৮-কোটির গণ্ডি ছাড়াল টিকাদান

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে ৬০.৩৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮০.৪০-লক্ষের বেশি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬০,৩৮,৪৬,৪৭৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৮০,৪০,৪০৭ জনকে। ভারতে ৫১.৩১-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৭,৮৭,২৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

বিচারপতি হেমা কোহলি, বিচারপতি সি টি রবিকুমার, বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ ও প্রবীণ আইনজীবী ও প্রাক্তন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পি এস নরসিমহা। সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত হয়েছেন বিচারপতি অভয় শ্রীনিবাস ওকা, বিক্রম নাথ ও জিতেন্দ্র কুমার মাহেশ্বরী।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী। ধারণা করা হচ্ছে, এ-বিষয়ে শরিক দলের মতামত জেনে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, জনজাতি কল্যানে শরিক দলের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমান গুরুত্ব দিতে চাইছেন তিনি। আজকের বৈঠকে, সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

নীতি

● প্রথম পাতার পর

স্থান দখল করেছে।

এসডিজি রিপোর্টে নাগাল্যান্ডের ছয়টি জেলা, অরুনাচল প্রদেশের চারটি জেলা এবং মেঘালয়ের একটি জেলা উন্নয়নের খাতায় নাম তুলেছে। পেছনের সারিতে ওই জেলা গুলি স্থান পেয়েছে। তাতে রয়েছে নাগাল্যান্ডের লুংলেং, ফেক, মোন, তুইসেং, জুনহেবুতু এবং কিফিরে জেলা, অরুনাচল প্রদেশের শি ইউমি, পূর্ব কামেং, কামলে এবং ক্রা দাদী জেলা ও মেঘালয়ের উত্তর গারো হিলস জেলা।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গুরুতর জখম হন।

প্রত্যক্ষদর্শিরা রাজু দেবনাথকে উদ্ধার করে খবর পাঠায় বাড়ির লোকজনের কাছে। তারা ছুটে এসে তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্ত চিকিৎসক রাজু দেবনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। জানা গেছে, রাজু দেবনাথের মাথা এবং মুখ থেঁতলে গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভবনে

● প্রথম পাতার পর

সর্ব শিক্ষার শিক্ষকদের যদি নিয়মিত করা হয় তাহলে তারা টেট উত্তীর্ণ হয়ে পাওয়া চাকরি বাতিল করে পুনরায় সর্বশিক্ষার চাকরিতে ফিরে যাবেন। তাই তারা শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে কাজে যোগ দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা জানান, সরকার যদি সর্বশিক্ষা নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ করে তাহলে তাদের টেট শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যুক্ত হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারেনা। বরং টেট শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে নিযুক্তি পত্র গ্রহণ করলে তারা আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

বাজেয়াপ্ত

● প্রথম পাতার পর

টিআর০১এপি১৯০৯ নম্বরের একটি টাটা অটো গাড়ি আসছিল। এই খবরের ভিত্তিতে বনদপ্তরের কর্মীরা অভিযান চালিয়ে চেবড়ি এলাকা থেকে অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ সহ গাড়িটি আটক করেছে। উদ্ধার করা কাঠ সহ গাড়িটি তেলিয়ামুড়াস্থিত গামাই বাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসেন বন দফতরের কর্মীরা।

জানা গেছে, গাড়িতে থাকা অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ সহ গাড়ির বাজার মূল্য প্রায় আনুমানিক সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষাধিক টাকা। অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িতে থাকা চালক ও সহ চালক বনকর্মীদের আসতে দেখে গাড়ি ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, এমনটাই তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর অফিস সূত্রে খবর।

কাবুল

● প্রথম পাতার পর

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার নাগরিক ও তাঁদের আফগান সহযোগীদের ফিরিয়ে আনতে অনর্থক দেরি করছে বাইডেন প্রশাসন। এদিন আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ৩১ টি বিরোধী দলের সঙ্গে বৈঠকে বসে মোদী সরকার। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, ১৫ হাজার মানুষ আফগানিস্তান থেকে পালানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। আপাতত ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার ওপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। জয়শংকর পরে জানান, ভারতীয়দের অধিকাংশকেই আফগানিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বুধবারের ফ্লাইটে কয়েকজন ফিরতে পারেননি। ভারতীয়দের জন্য ই-ভিসা চালু করা হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব সরকার প্রত্যেক ভারতীয়কেই ফিরিয়ে আনবে। সর্বদলীয় বৈঠকে জানানো হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে জার্মানির চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। আগামী দিনে আফগানিস্তান নিয়ে তিনি আরও কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন।

সমানেই

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে ৮০৫৯২ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৭৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৭.৭৬ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় দুইজনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৯২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৫০ জন, দক্ষিণ জেলায় ১২ জন, গোমতি জেলায় ৮ জন, ধলাই জেলায় ৮ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৬ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৭ জন, উনকোটি জেলায় ১০ জন এবং খোয়াই জেলায় ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বিদেশমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে সর্বদলীয় বৈঠক করেন এস জয়শঙ্কর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও প্রহ্লাদ জোশি।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, 'আফগানিস্তান থেকে ভারতীয় নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যথাসম্ভব চেষ্টাও করা হচ্ছে।' জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'অপারেশন দেবী শক্তির অধীনে ৬টি বিমানে অধিকাংশ ভারতীয়দের আমরা ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু সবাইকে নয়। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব এবং সকলকে দেশে ফিরিয়ে আনব। কয়েকজন আফগান নাগরিককেও নিয়ে এসেছি আমরা।' আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন এস জয়শঙ্কর।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড ধরে জহর রোড দিয়ে পুনরায় নিউটাউন রোড দিয়ে অমর সাগর পাড় দিয়ে ব্রহ্মাবাড়ী হয়ে সজোরে চন্দ্রপুরের দিকে যেতে থাকলে ঐ মাঝ বয়সী মহিলার সন্দেহ হওয়ায় চিৎকার চেঁচামেচি করলেও গাড়ির কাঁচ সজোরে লাগানো থাকায় কেউ শুনতে পায়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ঐ মহিলা উদয়পুর চন্দ্রপুর এলাকায় দরজা খোলে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। ওনার চিৎকারে আশেপাশের এলাকার মানুষ উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ ওনাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মহিলা আর কে পুর মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাড়ি ও চালকের খোঁজ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন। এই ঘটনা মহিলারা আতঙ্ক ও উৎকন্ঠায় দিনযাপন করছেন। এই ঘটনার সাথে জড়িত চালককে আটক করার দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসার খরচ পাতি নিয়ে বড় ভাই আনন্দ ও ছোট ভাই সুজন দাসের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। তখন স্বামী ও দেবরের ঝগড়া সহ্য করতে না পেরে আনন্দের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অজন্তা দাস পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে বাড়ির পাশে ভাসুরের ঘরে চলে যান। কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর স্ত্রী অজন্তা দাস ঘরে ফিরে দেখতে পান ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তখন আশপাশের লোকজন ও দেবর সুজনকে নিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পান স্বামী আনন্দ দাস ঘরে ফাঁসিতে ঝুলানো। তড়িঘড়ি ফাঁসি থেকে নামিয়ে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আনন্দ দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রহস্যজনক ব্যাপার হলো, আনন্দ দাসের সমস্ত শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।তাতে পরিবারের সকলের সন্দেহের দানা বাঁধে ছোট ভাই সুজন দাসের উপর।আজ মৃত আনন্দ দাসের স্ত্রীর বাপের বাড়ির তরফ থেকে পানিসাগর থানায় অভিযুক্ত ছোট ভাই সুজন দাসের বিরুদ্ধে একটি হত্যার মামলা রুজু করা হয়। লিখিত অভিযোগ পেয়ে পানিসাগর থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্ত ছোট ভাই সুজন দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাছাড়া পুলিশ অভিযুক্ত সুজন দাসকে জুর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে গেলেও উক্ত ঘটনাটি ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা নাকি হত্যা তা এখনো ধোঁয়াশায় মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পুলিশ।পাশাপাশি পানিসাগর থানার পুলিশ মৃত আনন্দ দাসের ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

সহায়তার সুফল পেতে পারেন সেই লক্ষ্যেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ভূমিদান করেছেন সম্পতি দেববর্মা। এদিন অনুষ্ঠান মে' তাকে সংবর্ধিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও বিভিন্ন সুবিধাভোগীর হাতে আয়ুমান ভারত প্রকল্পের ই-কার্ড ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সহায়তা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন।

হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারে ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনার মাধ্যমে ১২টি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা পাওয়া যাবে। এরমধ্যে রয়েছে গর্ভাবস্থা ও শিশুর জন্ম, নবজাতক এবং শিশুর স্বাস্থ্য, শৈশব এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য, সংক্রমিত রোগের ব্যবস্থাপনা, অসংক্রমিত রোগের ব্যবস্থাপনা, চোখের যত্ন, নাক, কান, গলার যত্ন, মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যত্ন, দন্ত চিকিৎসা, বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবা। হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত ১০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে ৬টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৬টি এডিসি ভিলেজের নাগরিকরা ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা রাধা দেববর্মা প্রমুখ।

TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
Suryamaninagar
Tripura West-799022

No. F.TU/FIN(385)/(P)/2019-20 Date: 25.08.2021

NOTICE INVITING QUOTATIONS

On behalf of Tripura University, sealed quotations are hereby invited from the bonafide dealers/suppliers/manufacturer for supply of different equipment(s) for AICTE Funded Project in the Department of Pharmacy, Tripura University. Details of same is available in the website: www.tripurauniv.ac.in.

Sd/-, (Prof. S.K. Sil)
Incharge, R&I Cell

াঙ্গন

প্রয়াত প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক টেড ডেক্সটার, কালো আর্মব্যান্ড পরে নামলেন রুটরা

লন্ডন, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : প্রয়াত হলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ক্রিকেটার টেড ডেক্সটার। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বৃহস্পতিবার উলভার হ্যাম্পটনের কম্পটন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াত অধিনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার লিডস টেস্টের দ্বিতীয় দিন কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা ক্রিকেটারের গোত্রে ফেলা হয় ডেক্সটারকে। দেশের হয়ে ৬২টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। এর মধ্যে ৩০টি ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৪,৫০২ রানের পাশাপাশি ৬৬টি উইকেট রয়েছে তাঁর। ৯টি শতরান রয়েছে তাঁর নামের পাশে। গড় ৪৮-এর সামান্য কম।

মাঠে অসম্ভব সাহসী ছিলেন তিনি। এই গুণের জন্যই সতীর্থ এবং অনুরাগীদের কাছে পরিচিত ছিলেন ”লর্ড টেড” নামে। দেশ হোক বা কাউন্টি দল সাসেক্স, দু”জায়গাতেই তাঁর নেতৃত্ব ছিল উদাহরণযোগ্য। জোরে বোলিংয়ের বিরুদ্ধে একেবারেই ভয় পেতেন না।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর সামনের পায়ে খেলার ক্ষমতা তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। দেশের হয়ে কিছু দুর্ধর্ষ ইনিংস রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে। ১৯৬০-এ বার্বাডোজ এবং গায়ানায় ক্যারিবিয়ান জোরে বোলারদের পিটিয়ে শতরান করেছিলেন। ১৯৬৫-তে এক গাড়ি দুর্ঘটনার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। তবে কাউন্টি খেলেছিলেন ১৯৭২ পর্যন্ত। ধারাভাষ্যকার হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। তিনটি অপরাধমূলক উপন্যাসও লিখেছেন।

প্রথম চার ব্যাটসম্যানেরই হাফসেঞ্চুরি, বড় স্কোরের পথে ইংল্যান্ড

লিডস, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : হেডিংলে স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার তৃতীয় টেস্টে জো রুটের ইংল্যান্ডের মুখোমুখি বিরাট কোহলির ভারত। তৃতীয় টেস্টে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। যে পিচ দেখে বোলিং বাছার কথা, সেখানে কোহলির ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত চমকে দেয় সকলকে। তারপর তো টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং পারফরম্যান্সে ছিল আরও বড়সড় চমক। তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনই ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবি। ৭৮ রানে থেমে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস। এদিন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইংল্যান্ড ৯১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২৯৩ রান তোলে। ক্রিজে রয়েছেন মালান (৬৫) এবং রুট (৭২)। দীর্ঘক্ষণ উইকেট পাননি ভারতীয় বোলাররা। চাপ ক্রমশ বাড়ছে।

এক নজরে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস: ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন রোহিত শর্মা (১৯)। টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছে ভারতের সহ-অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের (১৮) ব্যাট থেকে।

ক্যাপ্টেন কোহলি আউট হয়েছেন ৭ রানে। কোনও রান না করেই সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন কেএল রাহুল, মহম্মদ শামি ও জসপ্রীত বুমরা। ব্যাট হাতে আজও ব্যর্থ হয়েছেন ভারতের অভিজ্ঞ টেস্ট ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারা (১)। ঋষভ পন্থকেও (২) চেনা মেজাজে দেখা গেল না হেডিংলের ২২ গজে। ভারতের তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাও (৪) আজ দলকে সাহায্য করতে পারেননি। মহম্মদ সিরাজের (৩) উইকেট তুলে নিয়ে ভারতকে ৭৮ রানে আটকে দেন জো রুটরা। ৮ রানে অপরাজিত থেকে প্রথম ইনিংস শেষ করলেন ইশান্ত শর্মা।

ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়র সামনে ভালো করে দাঁড়াতেই পারেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ৩টি করে উইকেট তুলে নিয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন ও ক্রেইগ ওভার্টন। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন ওলি রবিনসন ও স্যাম কারান। মাত্র ২ ওভার বল করেছিলেন মইন আলি। কোনও উইকেট পাননি তিনি।

ঘোষণার আগেই ফাঁস হয়ে গেল উয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলারের নাম

ইস্তানবুল, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতেই ইস্তানবুলেএক অনুষ্ঠানে ঘোষিত হবে উয়েফার বর্ষসেরা ফুটবলার, কোচ ও গত মরশুমের সেরাদের নিয়ে তৈরি দল। তবে তার আগেই বিপত্তি। সরকারিভাবে ঘোষণা হওয়ার আগেই ফাঁস হয়ে গেল বর্ষসেরা ফুটবলারের নাম। এ বছর বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে প্রিমিয়র লিগ ও লিগ কাপ জেতা বেলজিয়ান মিডফিল্ডার কেভিন ডি”ব্রুইন, ইতালির হয়ে ইউরো ও চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী জর্জিনহো এবং তাঁরই ক্লাব সতীর্থ আরেক মিডফিল্ডার এনগোলো কন্তে।

ইউরোয় অংশগ্রহণকারী ২৪টি দলের কোচ, গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ (৩২) ও ইউরোপা লিগ (৪৮) খেলা ৮০টি দলের কোচ ও ইউরোপিয়ান স্পোর্টর্স মিডিয়া দ্বারা নির্বাচিত ৫৫ জন সাংবাদিক মিলে এই সেরা তিন ফুটবলার নির্ধারিত করে। প্রথম ভোট পাওয়া ফুটবলার পান পাঁচ পয়েন্ট, দ্বিতীয়জন পান তিন ও তৃতীয়জন এক। এইভাবেই মোট পয়েন্টের বিচারে সেরা ফুটবলার নির্ধারিত। চার থেকে ১০ নম্বরে থাকা ফুটবলারদের নাম ঘোষণা হয়ে গেলেও আজই হবে সেরার নাম ঘোষণা।

প্যাট কামিন্সের পরিবর্ত হিসাবে কিউয়ি পেসার সাউদিকে সই করাল কেকেআর

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : আইপিএল-র অবশিষ্ট অংশের জন্য নয়া পেসারকে সই করাল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গত বছর রেকর্ড অঙ্কে সই করানো প্যাট কামিন্স এবারের আইপিএলের অবশিষ্ট অংশ থেকে ব্যক্তিগত কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত ক্রিকেটার হিসাবে নিউজিল্যান্ডের বর্ষীয়ান পেসার টিম সাউদিকে সই করাল নাইটরা।

শেষবার ২০১৯ আইপিএলে খেলতে দেখা গিয়েছিল সাউদিকে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে সেবার ৩ ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। ওভারপিছু প্রায় ১৩ রান করে খরচ করায় বেশিরভাগ ম্যাচেই তাঁকে প্রথম একাদশে খেলায়নি আরসিবি কর্তৃপক্ষ।

এর আগে সব মিলিয়ে ৪০টি ম্যাচ খেলেছেন সাউদি। চেন্নাই সুপার কিংস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, আরসিবির মতো দলের হয়ে খেললেও কোনও দলেই সেভাবে থিতু হতে পারেননি তিনি।

শীঘ্রই কেকেআর দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সাউদি। কামিন্সকে ১৫.৫ কোটি টাকার রেকর্ড অঙ্কে সই করালেও সাউদিকে কত টাকা দিয়ে সই করানো হচ্ছে, সেটা স্পষ্ট করেননি নাইটদের ওই কর্তা।

এদিকে, তিনি আরও জানিয়েছেন, কেকেআর কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের দায়িত্ব না নিলেও, আইপিএলে তিনি কেকেআরের দায়িত্ব নেবেন।

প্রসঙ্গত, করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর আমিরশাহীতে শুরু হচ্ছে আইপিএলের চতুর্দশ সংস্করণের অবশিষ্ট অংশ। ইতিমধ্যেই একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের বাকি অংশের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। চেন্নাই সুপার কিংসের মতো দল ইতিমধ্যেই উড়ে গিয়েছে আমিরশাহীতে।প্রস্তুতি শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সও। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলের নিচের সারিতে রয়েছে নাইটরা। ৭ ম্যাচে মাত্র ২টি জয় দিয়ে তাঁদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট।

উঠল নিষেধাজ্ঞা নতুন ফুটবলার সই করাতে পারবে এসসি ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): তিন ফুটবলারের বকেয়া মেটানোয় নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল এসসি ইস্টবেঙ্গলের। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় নতুন ফুটবলার সই করাতে পারবে লালহলুদ শিবির। সম্ভবত শুক্রবার থেকেই তারা ফুটবলার সই করাবে।

গত মরসুমের তিন ফুটবলার পিন্টু মাহাতো, রক্ষিত দাগার ও আভাস থাপার পারিশ্রমিক বাবদ ১২ লক্ষ টাকা বাকি ছিল, এই অভিযোগ করে তাঁরা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে এআইএফএফ দল বদলে ইস্টবেঙ্গলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বলা হয়, বকেটা টাকা না মেটান পর্যন্ত এসসি ইস্টবেঙ্গল নতুন করে কাউকে সই করাতে পারবে না। বৃহস্পতিবার তিন ফুটবলারের সেই টাকাই মিটিয়ে দিয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। ফলে তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও উঠে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে শুক্রবার থেকেই দলবদলের বাজারে নেমে পড়বে এসসি ইস্টবেঙ্গল। এমনিতেই হাতে সময় খুবই কম। ৩১ আগঅগস্ট দলবদলের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। চুক্তি নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে শ্রী সিমেন্টের সমস্যা বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে মিটে গিয়েছে। তারপর থেকেই নতুন উদ্যমে দলবদলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এসসি ইস্টবেঙ্গল।এবার দলবদলে তাদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাও উঠে গেল। ফলে আরও স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভিনেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল রেসলিং ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভিনেশ ফোগাটের জন্য খুশির খবর।তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডব্লুএফআই)। ফলে ৩১ আগস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করতে আর কোনও বাধা রইল না কুস্তীগির ভিনেশ ফোগাটের কাছে।

টোকিও অলিম্পিকে দেরীতে পৌঁছানো ও অন্য অ্যাথলিটদের সঙ্গে ট্রেনিং না করতে চাওয়ার পরই নিয়ম ভঙ্গের দায়ে ডব্লুএফআই ভিনেশের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছিল। অলিম্পিকের পর শৃঙ্খলাভঙ্গের দায় সাময়িক নিষিদ্ধ হয়েছিলেন কুস্তীগির ভিনেশ ফোগাট। তার ওপর আরোপিত নিজেধাজ্ঞা তুলে নিল রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডব্লুএফআই)। তাঁর পাশাপাশি তদন্তের আওতায় ছিলেন সোনাম মালিক ও দিব্যা সৈনও। তবে বুধবারই সেই তদন্ত বাতিল করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয় ফেডারেশন। তিন অ্যাথলিটের উদ্দেশ্যে পাঠান এক চিঠিতে ডব্লুএফআই লেখে, ‘যদিও শোকজের জবাবে ডব্লুএফআইকে পাঠানো তোমাদের চিঠি খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না, তা সত্ত্বেও ডব্লুএফআই তোমাদের সকলকেই নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার আরেকটা সুযোগ দিতে আগ্রহী।’ তবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও ভবিষ্যতে ফের কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটালে ভিনেশসহ তিন কুস্তিগীরকেই আজীবন নির্বাসনের সতর্কবার্তাও দিয়ে রেখেছে ফেডারেশন।

ফোগাটের বিরুদ্ধে সাময়িক নিষেধাজ্ঞাও তাঁর কেরিয়ারের জন্য বিশাল ক্ষতিকারক ছিল। কারণ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলে ৩১ আগস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না ভিনেশ। তবে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় সেই সমস্যার আর সম্মুখীন হতে হচ্ছে না তাঁকে।

ট্রায়ালে অংশ নিয়ে ওসলোতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে সামিল হয়ে দেশের তরফে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন তিনি। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

লিডসে শতরান জো রুটের, ভারতের বিরুদ্ধে ইনিংস জয়ের দিকে এগোচ্ছে ইংল্যান্ড

লিডস, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : লিডস টেস্টে ফের অধিনায়কোচিত শতরান এল ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটের ব্যাট থেকে। সেই সুবাদে চলতি সিরিজে শতরানের হ্যাটট্রিক সেরে ফেললেন তিনি। বৃহস্পতিবার কেরিয়ারের ২৩তম টেস্ট শতরান পূর্ণ করলেন মাত্র ১২৪ বলে। ১২টি চারের সাহায্যে। রুটের বিধ্বংসী ফর্ম, সেই সঙ্গে প্রথম তিন বাটসম্যানেরই অর্ধশতরানের সুবাদে রানের পাহাড় করছে থ্রি লায়ন্স। ভারতের প্রথম ইনিংস ৭৮ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর গতকাল প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ১২০। আজ ওপেনিং জুটি ভাঙে ১৩৫ রানের মাথায়। ৬১ রান করে মহম্মদ শামির বলে বোল্ড হনররি বার্নস। দলের ১৫৯ রানের মাথায় ফেরেন অপর ওপেনার হাসিব হামিদ। তিনি রবীন্দ্র জাদেজার বলে বোল্ড হন ৬৮ রান করে। এরপর ডেভিড মালান ও জো রুটের তৃতীয় উইকেট জুটিতে ওঠে ১৩৯ রান। ২৯৮ রানের মাথায় ইংল্যান্ড তৃতীয় উইকেট হারায়। মহম্মদ শামির বলেই ৭০ রানে কট বিহাইন্ড হন মালান। এরপর জনি বেয়ারস্টোকে সঙ্গে নিয়ে দলের লিড বাড়ানোর ফাঁকে দুরন্ত শতরান উপহার দেন রুট।

CORRIGENDUM

PNIeT No: - 08/EE/DWS/2021-22
DNIT No: - 07/EE/DWS/ 2021-22
Tender 1D: - 2021 _CEDWS_20520_1
Name of work: - "Construction of DTW within the jurisdiction of DWS Division-I, Agartala during the year 2020-2021/ Commissioning of DTW in/c. construction of well base, staging etc. laying of pipe line inside Rajbhavan plant under DWS Sub-Division-III, Kunjahan"
The above mentioned tender circulated vide this office memo No.F.12(3)/EE/DWS/AGT-I/2452-96 Dated: - 30.06.2021 is hereby **Cancelled due to unavoidable circumstances.**

Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala. Tripura (W).

ICA-C-1913/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22 Dated 21. 08.2021

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD (R & B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10-09-2021 for the following work:

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT. NO.42/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.5,52,474.00	Rs.5,525.00	2(Two) Months	Up to 15.00 Hrs on 10-09-2021	At 16.00 Hrs on 10-09-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT. NO.43/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.10,42,955.00	Rs.10,430.00	3(Three) Months				
3	DNIT. NO.44/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.23,14,180.00	Rs.23,142.00	3 (three) Months				
4	DNIT. NO.45/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22,	Rs.9,99,983.00	Rs.10,000.00	3 (three) Months				
5	DNIT. NO.46/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22	Rs.5,67,814.00	Rs.5,678.00	1 (one) month				
6	DNIT. NO.47/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.2,38,258.00	Rs.2,383.00	2(Two) Months				
7	DNIT. NO.19/EE/DD/PWD (R&B)/2021-22.	Rs.3,05,811.00	Rs.3,058.00	3 (three) months				

Other necessary detailed Information can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in at free of cost between 21-08.2021 to 10-09-2021.

NOTE:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

(Er. S. Charna)
Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD (R&B)
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-1905/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বনভিত্তিক সম্পদকে ব্যবহার করে জনজাতিদের রোজগারের নিশ্চয়তা তৈরির লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। বনভিত্তিক সম্পদকে ব্যবহার করে জনজাতি অংশের মানুষের রোজগারের নিশ্চয়তা তৈরির লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিবারাত্রি স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যের বনভূমি থেকে প্রাপ্ত ফুলঝাড়ুর পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য বনজ সম্পদ সহায়কমূল্যে বিক্রয়ের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরফলে রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষদের বড়মাত্রায় রোজগারের সুযোগ খুলে যাবে। পাশাপাশি জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন এবং ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির বিকাশেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, খাদ্য, রোজগার অত্যাবশ্যকীয় এই বিষয়গুলিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। রাজ্যের সমস্ত অংশের নাগরিকদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতি বাড়িতে পরিশ্রত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণ যে আধুনিক ত্রিপুরার স্বপ দেখেছিলেন সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। রাজ্যে জনজাতিদের সম্মানার্থে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। বহির্রাজ্য থেকে সড়কপথে রাজ্যে প্রবেশের সময় বহির্রাজ্যের নাগরিকরা যেন ত্রিপুরার ইতিহাস ও জনজাতিদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে সেই লক্ষ্যে বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাইকতর করা হয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা প্রক'ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর সুফল হিসেবে দিল্লি থেকে পাঠানো বিভিন্ন প্রকল্পের ১০০ শতাংশ অর্থরাশি ও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন প্রক'ত সুবিধাভোগীরা। এরজন্য কোনও জনপ্রতিনিধির পেছন ছুটতে হচ্ছে না। বরং সরকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জনপ্রতিনিধি এবং আধিকারিকরা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে কাজ করছেন। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের পাশাপাশি স্টার্টআপ সহ অন্যান্য পন্থায় রোজগার তৈরি হচ্ছে রাজ্যে। নির্মীয়মান জাতীয় সড়ক রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক'ষকদের জমিতে কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি পা-া প্রাপকরাও যেন ক'ষিক্ষেত্রের বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মাদার টেরেসা-র জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। রাজ্যে মাদার টেরেসা-র জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয় রাজধানী আগরতলা শহরে কুঞ্জবনে নির্মলা শিশু ভবনে। এখানে মাদার টেরেসা-র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মাদার টেরেসা-র জীবন আদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। গরীব-আর্ত ও সর্বহারাদের সেবায় যিনি নিজেকে শেষ দিন পর্যন্ত নিয়োজিত করেছিলেন সেই অ্যাগনিস গঞ্জা বোজাঝিউকে সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের দূত মনে করেন। যাদের সমাজে কোনো স্থান ছিলোনা, তাদের সযত্নে নিজের কোলে আশ্রয় দিয়েছিলেন আলবেনিয়া থেকে ভারতে আসা এই মহিয়সী নারী। দেখতে দেখতে তিনি পরে হয়ে ওঠেন সকলের প্রিয় মাদার টেরেসা। নিজের ছোটবেলা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্যাস নিয়ে গরীব-আর্তদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। আর সেটা ভেবেই সুদূর আলবানিয়া ছেড়ে মানুষের সেবার টানে তিনি ভারতের কোলকাতায় চলে আসেন।

এই শহরকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন আর এখানে আমৃত্যু থেকে গিয়ে কোলকাতাকে বিশ্বের বুকে তুলেও ধরেন তিনি। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি ধর্মীয় জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে একজন মিশনারী হিসাবে যোগদান করেন সিস্টার্স অব লোরেটো সংস্থায়। সেদিন থেকে অ্যাগনিসের মা আর দিদিদের সাথে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হয়নি। ১৯২৯ সালে ভারতের দার্জিলিংয়ে এসে নব দীক্ষিত হিসাবে তিনি সেখানকার একটি মিশনারীতে কাজ শুরু করেন এবং ১৯৩১ সালের ২৪ মে তিনি সন্যাসিনী হিসাবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন। সেইসময় তিনি মিশনারীদের পৃষ্টপোষক সন্ত টেরেসা দি লিসিয়াক্সের নামানুসারে টেরেসা নামটা গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ মে পূর্ব কোলকাতার লরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়ানোর সময় তিনি নিজের মনে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন এখানকার দীন-দরিদ্র মানুষদের বাকিটা জীবন সেবা করবেন। ১৯৫০-এর মন্নন্তরে শহরে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ আর মৃত্যু। তাছাড়া এর আগে ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাতেও ভারতের বহু নিরীহ মানুষ মারা যান। সেই থেকে এইসব ঘটনা টেরেসার মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

মাদার টেরেসা শহরের আর্তদের সেবা চালিয়ে যেতে থাকেন। কোলকাতা সহ আশপাশের শহরের দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের তিনি নিজ কাছে টেনে নেন এবং তাদের সেবা করতে থাকেন স্নেহের সাথে। ক্ষুদার্থ, নগ্ন, গৃহহীন, আত্ম-নিপীড়িত, সর্বহারা ও সমাজ বর্জিত সকল মানুষদের পাশে তিনি দাড়ান পরম মমতাময় স্নেহের সাথে। মাদার টেরেসা দেহত্যাগ করেন ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। তাঁর অবদানকে আমরা সবাই সারাজীবন ধরে মনে রাখবো এবং তিনি সর্বদা আমাদের মনের ভিতর অমর হয়ে থাকবেন।

‘ই-শ্রম’ পোর্টাল চালু কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ‘ই-শ্রম’ পোর্টাল চালু করল কেন্দ্র। এই পোর্টালের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, হকার, পরিচারকের মতো দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। আপাতত দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ৩৮ কোটি শ্রমিককে ‘ই-শ্রম’ পোর্টালে নথিভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের কোটি কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সামাজিক সুরক্ষামূলক এবং অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নয়া দিশা দেখাবে ই-শ্রম পোর্টাল। এটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু এরকম যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে সর্বদাই উঠে দাঁড়িয়েছে দেশ। (পরে) ই-শ্রম পোর্টালকে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাতে তুলে দেওয়া হবে।’ আধার কার্ড নম্বর দিয়ে শ্রমিকরা ‘ই-শ্রম’ পোর্টালে নিজেদের নথিভুক্ত করতে পারবেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। যেখানে দিতে হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, জন্মতারিখ, বাড়ির ঠিকানা, মোবাইল নম্বর-সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য। তারপর শ্রমিকদের একটি ‘ই-শ্রম’ কার্ড দেওয়া হবে। যাতে ১২ ডিজিটের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর থাকবে। উল্লেখ্য, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সেই পোর্টাল চালুর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার কারণে চলতি বছরের ১০ জুন সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে দমকল বাহিনীর কর্মী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মূল ফটকের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে ভিতরে প্রবেশ করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমছে। বৃহস্পতিবার ফের গুরুতর অসুস্থ রোগী নিয়ে এসে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিশালগড় দমকল বিভাগের কর্মীদের। জানা গেছে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের যে মূল ফটকটি অর্থাৎ ইমারজেন্সিতে যাওয়ার জন্য যে ফটকটি রয়েছে সেখানে প্রায় সময় যানজট লেগে থাকে। বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক গুরুতর অসুস্থ রোগী নিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে প্রবেশ করার সময় মূল ফটকের সামনে যানজটের কারণে বেশ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হয় দমকল বিভাগের কর্মীদের। দমকল বিভাগের কর্মীরা জানান, প্রায় সময় হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসার পর তাদেরকে এই যানজটের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকারীকের এ বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। বরং তিনি বেশিরভাগ সময় প্রাইভেট চেম্বার নিয়ে বসে থাকেন বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মূল ফটকের সামনে সাধারন মানুষ বাইক পার্কিং করে রাখেন। যার দরুন প্রায় সময় রোগী নিয়ে এসে সমস্যার মুখে পড়তে হয় দমকল বিভাগের কর্মীদের। এ ব্যাপারে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জ্যোতির্ময় দাসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে হাসপাতালের সামনে জাতীয় সড়কে প্রায় সময় যানজট লেগে থাকে। তাতে বিশালগড় ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তথ্যভিজ্ঞ মহলের দাবি, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের সামনে একজন ট্রাফিক কর্মী থাকলে হয়তো আগামীদিনে জাতীয় সড়কে যানজট লেগে থাকবে না। তবে অনেকসময় বিশালগড় মহকুমা হাপাতালের মূল ফটকের দৃশ্য দেখলে মনে হবে , এটা হাসপাতালের মূল ফটক নয়, বরং বাইক পার্কিংয়ের জায়গা।

বিশালগড় হাসপাতাল চত্বরে বিশেষ করে হাসপাতালে ইমারজেন্সি বিভাগে প্রবেশের মূল ফটক এলাকায় যানজট দূর করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজে অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরা। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরা প্রিন্সিপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। তাদের দাবি হল অনলাইন পরীক্ষার সুচির সঙ্গে ২৫ আগস্ট কলেজ খোলার কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও কেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হল ? এই বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীরা স্পষ্টিকরণ চেয়েছে।

অক্টোবর মাস থেকে নতুন সেশন এর ক্লাস শুরু করার জন্য ইউজিসির নির্দেশিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি তাদের পরীক্ষা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখে তাহলে যেমন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সময় মত সেশন শুরু করতে পারবে না। তেমনি যারা মাস্টার ডিগ্রী কোর্সে বহিঃ রাজ্যে ভর্তি হতে চায় তারা সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হবে। ছাত্র ছাত্রীদের দাবি পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুসারে যেন পরীক্ষা নেওয়া হোক।

৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত শিক্ষককে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ওই দিনের মধ্যে সমস্ত শিক্ষককে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকার বাড়তি দু'কোটি প্রতিষেধক বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া বলেন, “রাজ্যগুলি যেমন প্রতিষেধক পায়, এই মাসেও তেমন সংখ্যক প্রতিষেধক তো পাবেই। উপরন্তু শিক্ষকদের জন্য ২ কোটি বাড়তি টিকা পাবে রাজ্যগুলি।”

শিক্ষকদের টিকাকরণ ও স্কুল খোলার পক্ষে সওয়াল করেছেন কোভিড টিকা সংক্রান্ত সরকারের উপদেষ্টা কমিটির প্রধান এন কে অরোড়া। তাঁর মতে, ধাপে ধাপে স্কুল খোলার সময় এসেছে। তবে তার আগে পড়ুয়াদের বাবা-মা ও বাড়ির প্রাপ্তবয়স্কদের টিকাকরণ জরুরি।

শিক্ষকদের টিকাকরণ সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, যে উঁচু শ্রেণিগুলি খোলার কথা ভাবা হয়েছে, সরকারের উচিত সেই শ্রেণির পড়ুয়াদের টিকাকরণ নিশ্চিত করা। না হলে সংক্রমণ হাতের বাইরে চলে যাওয়ার মত পরিস্থিতি হতে পারে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, স্কুলগুলিতে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আগামী মাস থেকে উঁচু শ্রেণির পড়ুয়াদের টিকাকরণ শুরু করার কথা ভাবা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে সরকারের প্রধান লক্ষ্য, ধাপে ধাপে স্কুলে পঠনপাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। প্রথম ধাপে নবম-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত খোলার কথা ভাবা হয়েছে। তার পরে ধীরে ধীরে নিচু শ্রেণিগুলি খোলার কথা ভাবছে কেন্দ্র। তবে কেন্দ্র জানিয়েছে, স্কুল খোলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলিই নেবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রাজ্যে স্কুল খুলে গিয়েছে। আগামী মাস থেকে ধাপে ধাপে স্কুল খুলতে চলেছে গুজরাত, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, পঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য, শিক্ষকদের টিকাকরণ হয়ে গেলেই উঁচু শ্রেণির জন্য স্কুল এবং কলেজ খুলে দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে।

রাজ্যে সেচ সেবিত এলাকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। রাজ্যের কৃষির বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। এই লক্ষ্যে সেচ সেবিত এলাকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ চড়িলাম ব্লকের বর্কররবাড়ি এডিসি ভিলেজে পিএম-কুসুম প্রকল্পে সোলার পাম্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। এ উপলক্ষ্যে বর্কররবাড়ি এডিসি ভিলেজে আজ ভিডিও কনফারেন্সে ভারত সরকারের নতুন ও পুনঃনবীকরণ শক্তি মন্ত্রকের কৃষকদের সচেতন করে তুলতে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যেখানে কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থার সম্পসারণে বিদ্যৎ ব্যবহার সম্ভব নয় সেখানকার কৃষকগণ এই প্রকল্পে খুবই উপকৃত হবেন। শুধু তাই নয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিদ্যৎতের সমস্যা হলেও এই প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি এলাকার কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন যেমন সম্ভব হবে তেমনি ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই রইস্যাবাড়ি, গঙ্গানগর, গণ্ডাছড়া, দশদার মত প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার পাম্প প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়ণে রাজ্য সরকার ৪৮ শতাংশ আর্থিক সহায়তা করছে। তিনি এই প্রকল্পের সার্বিক সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্যই হল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সমতল এবং দূরবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নই বর্তমান সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার এম আর ভূপাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা পুনঃনবীকরণ শক্তি উন্নয়ন এজেন্সির ডিজিএম মহানন্দ দেববর্মা।

আগরতলার মধ্যে খেলাধূলা সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, গতকাল ২৯ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্যে এখন করোনার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। স্কুল ও কলেজ খুলেছে। আগামীদিনে নতুন দিশা নিয়ে ফুটবল, কবাডি, ভলিবল, টেবিল টেনিস, খো-খো এবং অন্যান্য খেলাধূলা কিভাবে করা যায় সেলক্ষ্যে কাজ করা হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শুধু আগরতলার মধ্যে খেলাধূলা সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ৪ জন বিদেশী ও ৮ জন দেশীয় মোট ১২ জন ফুটবল কোচকে বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে। উদয়পুরের সুইমিং পুলের

আধুনিকিকরণ করা হবে। কৈলাসহরে ওপেন জিম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবছর দক্ষিণ জেলায় রাজ্যভিত্তিক খো-খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বাধারঘাটে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাতীয় পর্যায়ের সুইমিং পুল তেরী করা হয়েছে। বাধারঘাটের সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক গ্রাউণ্ডের কাজ এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। উদয়পুরে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ তৈরী করা হয়েছে। সভায় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আগরতলাতেও সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ তৈরী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জেলা চেয়ারম্যান অন্তরা সরকার দেব, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, দক্ষিণ জেলার সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, ধলাই জেলার সভাধিপতি রুবি ঘোষ গোপ, গোমতী জেলার সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, খোয়াই জেলার সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, দ্রোনাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব দিব্যেন্দ দত্ত রাজ্যের খেলাধূলার মান উন্নয়ন নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী বলেন, রাজ্যে এখন ২০৬টি কোচিং সেন্টার রয়েছে। এবছর দিব্যাঙ্গজনদের জন্যও বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হবে। তাছাড়াও স্কুল ক্রীড়ার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের একটি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে। সভার শুরুতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক পাইমং মগ।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকার হলুদিয়া এডিসি ভিলেজের খাংলাই পাড়া এলাকায় স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছেনি। দীর্ঘ পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে খোয়াই নদী থেকে জল সংগ্রহ করে এই অপরিশ্রুত পানীয় জল পান করে তৃষ্ণা মেটাতে বাধ্য হচ্ছে গিরিবাসীরা। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের হলুদিয়া এডিসি ভিলেজের খাংলাই পাড়া এলাকায় ২০ থেকে ২২ টি উপজাতি পরিবারের জন্য নেই কোনো পানীয় জলের উৎস। ফলে উপজাতি গিরিবাসীরা দীর্ঘ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে খোয়াই নদীর জল সংগ্রহ করে সেই অপরিশ্রুত জল দিয়ে তেষ্টা নিবারন করে আসছে দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে।

ওই এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়, এলাকার উপজাতি গিরিবাসীরা বছরের পর বছর ধরে তীব্র পানীয় জল সংকটের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করে আসছে। ফলে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামটিতে জল বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় মাঝে মধ্যেই। এলাকাটিতে রাস্তাঘাট না থাকার ফলে জল বাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতাল নেওয়ার জন্য দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার খোয়াই নদীর জল পথ অতিক্রম করে আসতে হয় চাকমা ঘাট এলাকায়। সেখান থেকে গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আসতে হয় তাঁদের। নতুবা ওই এলাকা থেকে জনজাতি অংশের লোকেরা বিলাইখাং ছড়ায় দীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টা পায়ে হেঁটে আসতে হয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। তাও আবার অসুস্থ রোগীকে চাঁঙ্গারীর মধ্যে রেখে কাঁধে করে বিলাইখাং হয়ে ৪৬ মাইল জাতীয় সড়কে আসতে হয় তাঁদের। সেখান থেকে গাড়ি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হয় অসুস্থ রোগীদের। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের হলুদিয়া এডিসি ভিলিজের আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ২২ পরিবারের বসবাস খাকলাই এলাকার বসবাসের জনজাতি অংশের মানুষদের জন্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।